بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على
رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি রদ

দ্বিতীয় ভাগ

মির্জ্জার মছিহ দাবী খণ্ডন।

প্রথম ভাগে মির্জ্জা ছাহেবের মাহদী হওয়ার দাবি খণ্ডন করা হইয়াছে, এই দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার মছিহ হওয়ার দাবি খণ্ডন করা হইবে।

মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদেয়ানি ছাহেব প্রতিশ্রুত ইছা মছিহ হইতে পারেন কিনা?

(১) মেশকাত, ৪৭৯ পৃষ্ঠা ; -

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و الذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا و ما فيها ثم يقول ابو هريرة فاقرؤا ان شئتم و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته الاية متفق عليه ✪

(হজরত) আবু হোরায়রা রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন; যাহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ আছে তাঁহার শপথ, নিশ্চয়ই অচিরে তোমাদের মধ্যে মরয়েমের পুত্র (ইছা) ন্যায় বিচারক শাসনকর্ত্তা হইয়া নাজিল হইবেন, তৎপরে তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, শূকরগুলি হত্যা করিবেন, 'জিজ,ইয়া' কর উঠাইয়া দিবেন, অর্থ বহু দান করিবেন, এমন কি কেহ উহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না। এমন কি একটি ছেজদা দুন্ইয়া ও দুনইয়ার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে।

তৎপরে (হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে (নিম্নোক্ত আয়ত) পাঠ কর। আহলে কেতাব (য়িহুদী ও খ্রীষ্টান) মাত্র উক্ত ইছার উপর তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে (অর্থাৎ শেষ জামানায় তাঁহার আছমান হইতে নাজিল হওয়ার পরে) ইমান আনিবে। বোখারী ও মোছলেম এই হাদিছটি রেওয়াএত করিয়াছেন।

(২) মেশকাত, ৪০৯।৪৮০ পৃষ্ঠাঃ—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و الله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب و ليقتلن الخنزير و ليضعن الجزية و ليتركن القلاص فلا يسعى عليها و لتذهبن الشحناء و التباغض و التحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد رواه مسلم ●

'রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, খোদার কছম, সত্যই ইবনো-মরইয়াম ন্যায় বিচারক শাসন কর্ত্তা রূপে আছমান হইতে নামিয়া আসিবেন, তৎপরে নিশ্চয়ই তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, শূকর-গুলি হত্যা করিবেন, 'জিজইয়া' কর উঠাইয়া দিবেন, যুবতী উষ্টীকা-গুলি পরিত্যাগ করা হইবে, এমন কি তৎসমুদয়ের আরোহণ করার এবং তৎসমস্ত দ্বারা কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লওয়ার চেষ্টা করা

হইবে না। নিশ্চয়ই পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা দ্বেষ ও হিংসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অবশ্য তিনি লোকদিগকে টাকা কড়ি লইতে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করিবে না। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

(৩) ছহিহ্ মোছলেম।

عن النبي صلى الله عليه و سلم و الذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا ★

নবি (ছাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যে খোদার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ, 'এবনো-মরয়েম ফজ্জেরওহা' নামক স্থানে হজ্জ কিম্বা ওমরা করা অবস্থায় এহরাম বাঁধিবেন।"

এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থলে একটি স্থানের নাম 'ফজ্জে-রওহা।'

(৪) আবুদাউদ, ২।২৩৮ পৃষ্ঠা:—

عن ابي هريرة عن النبي صلعم قال ليس بيني و بينه يعني عيسى عليه السلام نبي و انه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يهلك الله في زمانه الملل كلها الا الاسلام و تقع الامنة في الارض حتى ترتع الاسود مع الابل و تلعب الصبيان بالحيات *

(হজরত) আবুহোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, (জনাব) নবী (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার মধ্যে এবং তাঁহার মধ্যে অর্থাৎ ইছা (আঃ) এর মধ্যে কোন নবী নাই এবং নিশ্চয় তিনি (আছমান হইতে) নামিয়া আসিবেন, যখন তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাও, তখন তাঁহার এইরূপ পরিচয় জানিয়া রাখিও। তিনি না লম্বা, না বেটে, বরং মধ্যম ধরণের লোক, লাল রংএর, কিন্তু

উহার সহিত শ্বেত আভা আছে (ইহা গন্দম রং বলা যাইতে পারে), তিনি দুইখানা জরদ রঙের রঞ্জিত কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকিবেন. তাঁহার মস্তক হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিবে যদিও তাঁহার শরীরে পানি পৌঁছিয়া না থাকে। তৎপরে ইছলাম প্রচার হেতু লোকদের সহিত সংগ্রাম করিবেন। ইহাতে তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন. শূকরগুলি হত্যা করিবেন, 'জিজইয়া' কর উঠাইয়া দিবেন. আল্লাহ তাঁহার সময়ে ইছলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম্ম লোপ করিয়া দিবেন. পৃথিবীতে এরূপ শান্তি উপস্থিত হইবে যে, কালসর্প উটের সহিত বিচরণ করিবে এবং বালকেরা সর্পগুলির সহিত ক্রীড়া করিবে।

تنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره و تفر الوليدة الاسد فلا يضرها و يكون الذئب في الغنم كانه كلبها و تملا الارض من مسلم كما يملا الاناء من الماء و تكون الكلمة واحدة فلا يعبد الا الله و تضع الحرب اوزارها و تسلب قريش ملكها و تكون الارض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى تجمع النفر على القطف من العنب فيسعهم و يجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم و يكون الثور بكذا و كذا من المال و تكون الفرس بالدريهمات ★

"হজরত বলিয়াছেন, (হজরত) ইছা (আঃ)এর সময়ে প্রত্যেক বিষাক্ত জীবের বিষ হরণ করিয়া লওয়া হইবে, এমন কি শিশু সন্তান নিজের হস্ত সর্পের মুখে প্রবেশ করাইয়া দিবে, কিন্তু সর্প উহার কোন ক্ষতি করিবে না। একটি শিশু বালিকা ব্যাঘ্রকে বিতাড়িত করিবে, কিন্তু ব্যাঘ্র উহার কোনক্ষতি করিবে না। ছাগলের দলের মধ্যে নেকড়ে বাঘ ছাগরক্ষী কুকুরের তুল্য হইবে। যেরূপ পানি দ্বারা পাত্র পূর্ণ করা হয়, সেইরূপ পৃথিবী মুছলমানদিগের

দ্বারা পূর্ণ করা হইবে. কলেমা একই হইবে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই এবাদত করা হইবে না, যুদ্ধ একেবারে রহিত হইয়া যাইবে. কোরাএশগণ নিজেদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইবেন. জমি রৌপের তস্তরির ন্যায় হইবে. আদম (আঃ) এর জামানার ন্যায় জমি স্বীয় উদ্ভিদ উৎপাদন করিবে. এমন কি একটি আঙ্গুরের খোষার নিকট একদল লোক একত্রিত হইলে. তাহাদিগকে স্থান দান করিবে. একদল লোক একটি ডালিম ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে. একটি গরুর মূল্য এত অধিক পরিমাণ টাকা হইবে এবং একটি ঘোটকের মূল্য সামান্য কতিপয় দেরম হইবে।"

(৬) মেশকাত, ৪৭৩ পৃষ্ঠাঃ—

فبينما هو كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق واضعا كفه على اجنحة ملكين اذا طاطا راسه قطر و اذا رفعه تحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى فيطلبه حتى يدركه بباب لد ثم ياتي عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم فى الجنة ★

দাজ্জালের এইরূপ কার্য্যকলাপ করার অবস্থায় আল্লাহতায়ালা মরয়েমের পুত্র মছিহকে প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তিনি দেমাশ-কের পূর্ব্বদিকে শ্বেত মিনারার নিকট দুইখানা লাল রঙের রঞ্জিত কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুই ফেরেশতার পালকগুলির উপর দুই হস্ত রাখিয়া নাজিল হইবেন, যখন তিনি নিজের মস্তককে নত করিবেন. ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিবে, আর যখন তিনি উহা উচ্চ করিবেন, উহা হইতে মুক্তার ন্যায় যেন রৌপ্যের বিন্দুসমূহ পতিত হইতে থাকিবে। তৎপরে যে কোন কাফের তাঁহার নিশ্বাসের বায়ু প্রাপ্ত হইবে, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে। তাঁহার দৃষ্টিপথ

পর্য্যন্ত তাঁহার নিশ্বাস পৌঁছিবে। তৎপরে তিনি দাজ্জালকে অনুসন্ধান করিয়া লোদ্দ নামক স্থানের দরওয়াজায় প্রাপ্ত হইয়া হত্যা করিবেন। তৎপরে যে দল লোককে আল্লাহ দাজ্জালের চক্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারা (হজরত) ইছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইবেন, ইহাতে তিনি তাহাদের চেহারা হইতে দুঃখের চিহ্ন:ক মুছিয়া ফেলিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে তাহাদের দরজা সমুহের সংবাদ তাহাদের নিকট প্রকাশ করিবেন।

(৭) মেশকাত, ৪৭৩।৪৭৪ পৃষ্ঠা;—

فبينما هو كذلك اذاوحي الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لى لايدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور و يبعث الله يا جوج و ما جوج و هم من كل حدب ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها و يمر آخرهم فيقول لقد كان في هذه مرة ماء ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر و هو جبل بيت القدس فيقولون لقد قتلنا من فى الارض فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة و ما و يحصر نبى الله و اصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خير من مائة دينار لاحدكم اليوم فيرغب نبى الله عيسى و اصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسي كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى و اصحابه الى الارض فلا يجدون فى الارض موضع شبر الا ملاه زهمهم و نتنهم فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله و يستوقد المسلمون من قسيهم و نشابهم و جعابهم سبع سنين ●

(হজরত) ইছা এরূপ অবস্থায় থাকিবেন, এমতাবস্থায়

আল্লাহ (হজরত) ইছার নিকট এই অহি প্রেরণ করিবেন যে, নিশ্চয় আমি আমার এরূপ একদল বান্দাকে বাহির করিলাম যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার কাহারও শক্তি নাই, কাজেই তুমি তুর পর্ব্বতে আমার বান্দাগণকে লইয়া সুরক্ষিত কর। আল্লাহ ইয়াজুজ মাজুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করিবেন, তাহারা প্রত্যেক শক্ত ও উচ্চ ভূমি হইতে সবেগে ধাবিত হইবে. তাহাদের প্রথমদল তিবরিয়া উপসাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। উহাদের শেষ দল তথায় উপস্থিত হইয়া বলিবে, এই উপসাগরে এক সময় পানি ছিল, তৎপরে তাহারা ভ্রমণ করিতে করিতে বয়তুল মোকাদ্দছের 'খামার' পর্ব্বতের নিকট পৌঁছিবে তৎপরে তাহারা বলিবে, নিশ্চয়ই আমরা জমিবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছি, এক্ষণে তোমরা আইস আমরা আছমান বাসিদিগকে হত্যা করিব, তখন তাহারা তীরগুলিকে আছমানের দিকে নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের তীরগুলিকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া তাহাদের দিকে ফিরাইয়া দিবেন। আল্লাহতায়ালার নবী (হজরত ইছা) এবং তাঁহার সহচরগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন, এমন কি বর্ত্তমান কালের তোমাদের একশত 'দীনার' অপেক্ষা তাহাদের একটি গরুর মস্তক সমধিক মূল্যবান হইবে। তখন আল্লাহতায়ালার নবি ইছা এবং তাঁহার সহচরগণ (আল্লাহতায়ালার নিকট) দোয়া করিবেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদের (ধ্বংসের) জন্য তাহাদের গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তাহারা সমস্তই একেবারে নিহত হইবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালার নবী ইছা ও তাঁহার সহচরগণ (পর্ব্বত হইতে) জমিতে নামিয়া আসিবেন, তাঁহারা জমিতে এরূপ এক বিঘত স্থান পাইবেন না—যাহা তাহাদের চর্ব্বি ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ না হইয়াছে। তখন আল্লাহ

খোরাছানের উষ্ট্রগুলির গ্রীবাদেশের ন্যায় লম্বা গ্রীবাধারী পক্ষী সমূহকে প্রেরণ করিবেন, ইহারা উহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া আল্লাহ যেস্থানে ইচ্ছা করিয়াছেন তথায় নিক্ষেপ করিবে মুছলমানেরা তাহাদের ধনুক, তীর ও তীরদানগুলি সাত বৎসর জ্বালাইবে।

(৮) উক্ত কেতাবে, ৪৭৪ পৃষ্ঠা:—

ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ ياكل العصابة من الرمانة و يستظلون بقحفها و يبارك فى الرسل حتى اللقحة من الابل لتكفى لفيأم من الناس و اللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس فبينماهم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذ هم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن و كل مسلم و يبقى شرار الناس و يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم الا الرواية الثانية رواها الترمذي *

"তৎপরে আল্লাহ এরূপ বর্ষার পানি প্রেরণ করিবেন যে, কোন মৃত্তিকা ও লোমের গৃহ উহার প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না, এই পানি জমিকে ধৌত করিয়া ফেলিবে, এমন কি উহাকে পরিস্কৃত প্রস্তরের ন্যায় করিয়া তুলিবে। তৎপরে জমিকে বলা হইবে যে, তুমি তোমার ফল উৎপন্ন কর ও বরকত ফিরাইয়া আন, সেই সময় একদল লোক একটি ডালিম ভক্ষণ করিবে এবং উহার ছাল দ্বারা ছায়া গ্রহণ করিবে (অর্থাৎ উহা ছাতা রূপে ব্যবহার করিবে), দুগ্ধে বরকত প্রদান করা হইবে, এমন কি একটি দুগ্ধবতী উষ্ট্রিকার দুগ্ধ একদল লোকের পক্ষে যথেষ্ট

হইবে, একটি দুগ্ধবতী গাভী লোকের পরিজনের পক্ষে এবং একটি দুগ্ধবতী ছাগী কতকগুলি লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহারা এই অবস্থায় থাকিবেন, হঠাৎ আল্লাহ সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত করিবেন, উহা তাহাদের বগলের নিম্নদেশে সংক্রামিত হইবে, ইহাতে সমস্ত ইমানদার ও মুছলমানের প্রাণ বাহির করিয়া লওয়া হইবে, বদকার লোকেরা বাকি থাকিয়া তাহারা পৃথিবীতে গর্দ্দভগুলির ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে স্ত্রী-সঙ্গম করিতে থাকিবে, তাহাদের উপর কেয়ামত উপস্থিত হইবে। দ্বিতীয় রেওয়াতের কয়েকটি শব্দ তেরমেজি, আর সমস্ত কথাগুলি মোছলেম রেওয়াএত করিয়াছেন।

(৯) মেশকাত, ৪৮০ পৃষ্ঠা:—

ثم يموت فيدفن معى في قبرى فاقوم انا و عيسى في قبر واحد بين ابى بكر و عمر رواه ابن الجوزي *

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, তৎপরে ইছা মৃত্যু প্রাপ্ত হইবেন এবং আমার সহিত আমার কবরস্থানে মদফুন (প্রোথিত) হইবেন, আমি ও ইছা একই কবরস্থানে আবুবকর ও ওমারের মধ্যস্থলে পুনরুত্থিত হইব। এবনোল-জওজি ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

(১০) ছহিহ তেরমেজিঃ—

مكتوب فى التوراة صفة محمد و عيسى بن مريم يدفن معه ★

"তওরাতে (হজরত) মোহাম্মদ ও ইছা বেনে মরয়েমের লক্ষণ বর্ণনা স্থলে লিখিত আছে, (হজরত) ইছা (আঃ) তাঁহার নিকট মদফুন (প্রোথিত) হইবেন।"

(১১) ছহিহ মোছলেমঃ—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة

قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন. সর্ব্বদা আমার উম্মতের মধ্যে একদল সত্যের উপর যুদ্ধ করিবেন, কেয়ামত অবধি পরাক্রান্ত থাকিবেন. ইহাতে ইছা বেনে মরয়েম নাজেল হইবেন। তখন তাঁহাদের আমির বলিবেন, আপনি আসুন. আমাদের জন্য নামাজ পড়ুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিবেন, না. আল্লাহ এই উম্মতকে সম্মানিত করিয়াছেন. এই হেতু তোমাদের কতক অন্যদের উপর আমির হইবেন।"

(১২) ছহিহ মোছলেমঃ—

فيفتتحون قسطنطينية فبينا هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون اذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفهم في اهليكم فيخرجون و ذلك باطل فاذا جاؤا الشام خرج فبينما يعدون للقتال يسوون الصفوف اذا اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فامهم فاذا رأه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء فلو تركه لانذاب حتى يهلك و لكن يقتله الله بيده فيريهم دمه فى حربته ★

"তৎপরে উক্ত মদিনার সৈন্যদল কনষ্টান্টিনোপল জয় করিবেন, তাঁহারা জয়তুন বৃক্ষে তরবারিগুলি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া লুণ্ঠিত বস্তুগুলি বন্টন করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় শয়তান তাহাদের মধ্যে উচ্চ শব্দ করিয়া বলিবে, নিশ্চয় দাজ্জাল তোমাদের পশ্চাতের দিক্ হইতে তোমাদের পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতে তাঁহারা তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন, অথচ এই সংবাদ বাতীল প্রমাণিত হইবে। তৎপরে তাঁহারা যখন শামের নিকট উপস্থিত হইবেন, দাজ্জাল বাহির হইবে। তাঁহারা যুদ্ধের

আয়োজন করার জন্য ব্যূহ রচনা করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় নামাজের একামত দেওয়া হইবে. হঠাৎ মরয়েমের পুত্র ইছা নাজিল হইবেন. তৎপরে তিনি তাঁহাদের সেনাপতি হইবেন. যখন আল্লাহতায়ালার শত্রু তাঁহাকে দেখিবে, বিগলিত হইয়া যাইবে. যেরূপ লবণ পানির মধ্যে বিগলিত হইয়া যায়। যদি তিনি উক্ত দাজ্জালকে ঐ অবস্থায় ত্যাগ করিতেন, তবে সে বিগলিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, কিন্তু আল্লাহ তাহাকে উক্ত নবির হস্তে নিহত করিবেন, তিনি তাহাদিগকে উহার রক্ত নিজের ক্ষুদ্র বল্লমে দেখাইবেন।"

১৩ মেশকাত, ৫২৯।৫৩০ পৃষ্ঠা:—

رايتني في جماعة من الانبياء...... و اذا عيسى قائم يصلي اقرب الناس به شبها عروة بن المسعود الثقفي رواه مسلم ●

হজরত বলিয়াছেন:—

"আমি নিজেকে নবিগণের জামায়াতের মধ্যে দেখিলাম, আমি হঠাৎ ইছাকে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিলাম, তিনি আকৃতিতে ওরওয়া বেনে মছউদ ছাকাফির সমধিক নিকট নিকট। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।" ইহা মে'রাজের রাত্রির ঘটনা।

মেশকাতের ৫০৮ পৃষ্ঠায় ছহিহ মোছলেমের উক্ত মর্ম্মের অন্য একটি হাদিছ লিখিত আছে।

১৪) মেশকাত, ৪৮১ পৃষ্ঠা:—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخرج الدجال فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود رواه مسلم ★

"রাছুলুল্লাহ (ছা:) বলিয়াছেন, দাজ্জাল জাহির হইবে,

তৎপরে আল্লাহ ইছা বেনে মরয়েমকে প্রেরণ করিবেন, যেন ওরওয়া বেনে মছউদ। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

১৫ দোররো-মনছুর:—

اخرج احمد و ابن ابى شيبة سعيد بن منصور
و البيهقى و ابن جرير و والحاكم و صححه و ابن ماجة
عن ابن مسعود رض قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم و موسى و عيسى عليهم
السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال
لا علم لي بها فردوا امرهم الى عيسي فقال اما و جبتها
فلم يعلم بها احد الا الله و فيما عهد الي ربي ان الدجال
خارج و معي قضيبان فاذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص
فيهلكه الله ✪

আহমদ, এবনো আবিশায়বা, ছইদ বেনে মনছুর, বয়হকি, এবনো-জরির, হাকেম ও এবনো মাজা (হজরত) এবনোমছউদ (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন এবং হাকেম উহা ছহিহ বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, আমি (হজরত) এবরাহিম, মুছা ও ইছা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহারা কেয়ামতের বিষয় উত্থাপন করিলেন, তাঁহারা তাহাদের এই ব্যাপারটি (হজরত) এবরাহিম (আঃ) এর নিকট পেশ করিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাদের এই ব্যাপারটি (হজরত) মুছা (আঃ) এর নিকট পেশ করিলেন। তিনিও তাহাই বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা এই বিষয়টি (হজরত) ইছা (আঃ) এর নিকট উপস্থিত করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উহার নির্দ্দিষ্ট সময় আল্লাহ ব্যতীত কেহই অবগত নহে। আমার প্রতিপালক

আমাকে অবগত করাইয়াছেন, যে, নিশ্চয় দাজ্জাল বাহির হইবে, আমার সঙ্গে দুইখানা ছড়ি থাকিবে। যখন সে আমাকে দেখিবে তখন বিগলিত হইয়া যাইবে, যেরূপ শীশা বিগলিত হইয়া যায়, ইহাতে আল্লাহ তাহাকে বিধ্বস্ত করিবেন।"

মূল মন্তব্য, মির্জ্জার মাহদী দাবি খণ্ডন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, হজরত ইছা (আঃ) নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে মুছলমান শহরগুলি খৃষ্টানদিগের রাজ্যভুক্ত হইবে, কেবল মদিনা শরিফ মুছলমানগণের আশ্রয় স্থল হইবে। বয়তুল মোকাদ্দেছর সমধিক উন্নতি হইবে, মদিনা শরিফ বিরানা (উৎসন্ন) হইবে। খৃষ্টানেরা হলবের নিকট ৯৬০০০০ সৈন্য লইয়া যুদ্ধের জন্য সমবেত হইবে। এমাম মাহদীর দল এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হইবেন, তৎপরে তাঁহারা কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন। তৎপরে তাঁহারা শামদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, দাজ্জাল বাহির হইবে। মুছলমানেরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাজ সরঞ্জাম করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় হজরত ইছা মছিহ আছমান হইতে দেমাশকের পূর্ব্বদিকস্থ মিনারার উপর নাজেল হইবেন।

এখনও কনষ্টান্টিনোপল মুছলমানদিগের অধিকারভুক্ত আছে, মদিনা শরিফ উৎসন্ন হয় নাই, ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই, কাজেই ইছা বেনে মরয়েম কিরূপে নাজিল হইবেন ?

হাদিছ শরিফে মরয়েমের পুত্র মছিহ, ইছা, নবিয়ুল্লাহ, রুহোল্লাহ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, মির্জ্জা সাহেবের মাতার নাম কি মরয়েম ছিল ? তিনি কি নবি ও রুহোল্লাহ ছিলেন ?

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারিতে প্রথমে কয়েকটি আয়ত উল্লেখ করিয়াছেন—যাহাতে হজরত মছিহ ইছা-বেনে মরয়েমের নাম আছে, তৎপরে ইছা বেনে মরয়েমের নাজিল হওয়ার অধ্যায় উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কোর-

আন-শরিফে যে ইছরাইল বংশধর ইছা বেনে মরয়েমের কথা আছে, তিনিই আছমান হইতে নাজিল হইবেন। ১৩।১৪ নম্বর হাদিছে উল্লিখিত আছে যে, হজরত (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে ইছা(আঃ) কে ওরওয়া বেনে মছউদের আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন, আরও যে হজরত মছিহ, দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, তাহার আকৃতিও উক্ত ওরওয়া বেনে মছউদের ন্যায়, ইহাতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, শেষ যুগে যে হজরত ইছা বেনে মরয়েম নাজিল হইবেন, তিনি ইছরাইলিয় ইছা হইবেন। তিনি পাঞ্জাবের মির্জ্জা সাহেব কিছুতেই নহেন। ১৫ নম্বর হাদিছে বুঝা যাইতেছে যে ইছরাইলীয় ইছা বেনে মরয়েম দাজ্জাল হত্যা করিতে আছমান হইতে দুনইয়ায় নামিবেন। মে'রাজে যে হজরত ইছা (আঃ) এর হজরত নবি (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তিনি গুরুদাসপুরের মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছিলেন কি?

১২ নম্বর হাদিছে আছে যে, হজরত ইছা (আঃ) দাজ্জাল হত্যা করিবেন, মির্জ্জা সাহেব এজালায় আওহামের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইউরোপের উন্নত জাতিগুলি দাজ্জাল। যদি মির্জ্জা ছাহেবের দাজ্জালের ব্যাখাটি সত্য হয়, তবে কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মির্জ্জা সাহেব উক্ত উন্নত জাতিদিগকে হত্যা সাধন করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপে দাজ্জাল হত্যাকারী প্রতিশ্রুত ইছা মছিহ হইবেন?

মির্জ্জা ছাহেব আইয়ামোছ-ছোলেহ কেতাবের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, খৃষ্টান জাতিরা দাজ্জাল, আরও তিনি উক্ত কেতাবের ১২৯।১৩৮ পৃষ্ঠায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে খোদার রহমত বলিয়াছেন। তিনি তোহফায় কায়ছারিয়া ও ছেতারায় কায়ছারিয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বিশ্বাসী সৈন্য হইয়া থাকার দোয়া করিয়াছেন।

মির্জ্জা সাহেব যে জাতিকে অযথা ভাবে দাজ্জাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আবার তাহাদের ভক্ত অনুগত থাকায় দোয়া করিতেছেন, তবে তিনি কিরূপে দাজ্জাল হত্যাকারী মছিহ হইবেন ?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ২৭৯/২৮০ পৃষ্ঠায় পাদ্রীদিগকে দাজ্জাল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি পাদ্রীদিগের কি ধ্বংস করিয়াছেন ? তিনি নিজেই এজালাতোল আওহামের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শতাব্দীর শেষ ভাগে ৫ লক্ষ লোক হিন্দুস্থানে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে ।

আরও তিনি ২৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, পাদ্রীরা ২১ বৎসরে ৭ কোটি পুস্তক বিতরণ করিয়াছেন। তিনি মছিহ হইয়া ইহার গতিরোধ কিছু করিতে পারিয়াছেন কি ? তিনি লিখিয়াছেন, যদি তোমরা খৃষ্টানদিগের নিকট ইছা (আঃ) কে মৃত প্রতিপন্ন করিতে পার, তবে খ্রীষ্টানী মত দুনইয়া হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

তিনি ২৫/৩০ বৎসর হইতে হজরত ইছা (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু খ্রীষ্টানি মতের কেশাগ্র কম্পিত হইল না। বরং খৃষ্টানেরা ইহাতে হাসিতেছেন, এবং বলিয়া থাকেন যে, আমাদের কেতাবে হজরত ইছা (আঃ)এর মরিয়া 'কাফফারা' হওয়ার কথা আছে, অবশ্য কোরআন শরিফে তাঁহার না মরিবার কথা আছে, কাজেই ইহাতে খৃষ্টানি মতের পৃষ্ঠপোষকতা ও কোরআনি মতের বিলোপ সাধন হয়।

কোরআন শরিফ য়িহুদী, খৃষ্টান, পারশিক, পৌত্তলিক ইত্যাদি সমস্ত মতের অসারতা এরূপ ভাবে সপ্রমান করিয়াছে যে, প্রকৃত পক্ষে সমস্ত মত কেয়ামত অবধি মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে না।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেব এজহারোল-হক কেতাবে এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলি সাহেব 'দাফেয়োত্তলবিছাত' 'পয়গামে মোহাম্মদী' ও 'তারানায় হেজাজি'তে এবং অন্যান্য আলেমগণ অন্যান্য কেতাবে পাদরিদিগের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই হিসাবে মির্জ্জা সাহেব পাদরিদের বিরুদ্ধে বড় বেশী কিছু করেন নাই। কাজেই মির্জ্জা সাহেব কোন হিসাবে 'মছিহ' হইবেন?

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ১৫৯।১৬১।১৬৫ ১৬৬ পৃঃও লিখিয়াছেন, এবনো-ছাইয়াদ নিশ্চয় প্রতিশ্রুত দাজ্জাল, এই ব্যক্তি হজরতের জামানায় ছিল, মুছলমান হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এক্ষণে আমরা কাদিয়ানি বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাড়ে তের শতাব্দির পূর্ব্বে দাজ্জাল মরিয়া গিয়াছে, এতকাল পরে আপনাদের মছিহ আসিয়া কি গোর হইতে দাজ্জালকে জীবিত করিয়া তাহার নিপাত সাধন করিবেন? যদি এবনো-ছাইয়াদ প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে মির্জ্জা সাহেব কিছুতেই মছিহ হইতে পারেন না।

১২ নম্বর হাদিছে আছে যে, হজরত ইছা (আঃ) ন্যায়-পরায়ণ বাদশাহ রূপে আসিবেন, খৃষ্টান ধর্ম্ম লোপ করিবেন। যেরূপ হজরত এবরাহিম (আঃ) ও মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রতিমা-গুলি চুর্ণ করিয়াছিলেন, সুরার পাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর পূজার স্থানগুলি উৎসন্ন করিয়াছিলেন, পূজার বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) পূজিত গোবৎসকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, সেইরূপ হজরত ইছা (আঃ) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ দিলে য়িহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় মিথ্যারূপে হজরত ইছা (আঃ) এর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ধারণা করিয়া লইয়াছে, এই বাতীল মতের

বশবর্ত্তী হইয়া য়িহুদীরা তাহাকে অভিসম্পাতগ্রস্ত ও খ্রীষ্টানেরা তাঁহাকে জগতের কাফ্‌ফারা বলিয়া থাকে। এই হেতু ইহারা ক্রুশের সম্মান করিয়া থাকে, হজরত ইছা (আঃ) তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদ লোপ করার জন্য ক্রুশ ধ্বংস করার আদেশ দিবেন। তওরাতে শূকর হারাম হইয়াছে, হজরত ইছা (আঃ) এর মতে উহা হারাম, এই হেতু তিনি একদল শূকর নষ্ট করিয়াছিলেন, মথি, ৮ অধ্যায়, ৩০ — ৩২ পদ দ্রষ্টব্য। পৌল স্বপ্নযোগে উহা ভক্ষণ করিয়াছিল, এই হেতু অন্যায় ভাবে উহা হালাল বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। হজরত ইছা (আঃ) এই মিথ্যা মত ধ্বংস করা এবং উহা প্রকৃত খ্রীষ্টানি শরিয়ত নহে, প্রচার করা উদ্দেশ্যে শূকর ধ্বংস করার আদেশ প্রদান করিবেন। মূল কথা, খ্রীষ্টানি মত ইছলামি শরিয়ত প্রকাশিত হওয়ার পরে মনছুখ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টানেরা অন্যায় ভাবে নিজেদের মনছুখ মত আকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল, এই হেতু তিনি খৃষ্ট-ধর্ম্ম লোপ করিবেন।

মির্জ্জা সাহেব বারাহিনে আহমদীয়ার ৪৯৮।৪৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

اور جس غلبۂ کاملۂ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ھے وہ غلبہ مسیح کےذریعے سے ظھور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ھاتھہ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا ★

"আর দীন-ইছলামের যে পূর্ণ পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উহা মছিহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে; আর যখন হজরত মছিহ (আঃ) দ্বিতীয়বার এই ছুনইয়াতে আগমন করিবেন, তখন তাঁহার হস্তে ছুনইয়ার প্রত্যেক অঞ্চলে দীন-ইছলাম প্রচারিত হইবে।

আরও তিনি ইংরাজী ১৯০৬ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের 'আল বদর' পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন,—

میں صلیب پرستی کے ستون کو توڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور اسلئے کہ بجائے تثلیث کے توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی جلالت و شان کو ظاہر کروں -- پس اگر کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت غائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود کو کرنا چاہئے تھا تو میں سچا ہوں اور کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں ●

"আমি ইছা-পূজার স্তম্ভ ভাঙ্গিবার, ত্রিত্বের স্থলে একত্ব (অহদানিএত) প্রচারের এবং হজরত নবি (ছাঃ) এর গৌরব ও মহত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এক্ষেত্রে যদি আমা কর্ত্তৃক কোটি নিদর্শন প্রকাশিত হয়, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশিত না হয়, তবে আমি মিথ্যাবাদী হইব। যদি আমি ইছলামের সহায়তা কল্পে প্রতিশ্রুত মছিহের করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেখাইতে পারি, তবে আমি সত্যপরায়ণ। আর যদি ইহার কিছু না হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হই, তবে সকলেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি মিথ্যাবাদী।" এক্ষণে আমি মির্জ্জায়ি বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করি, মির্জ্জা গোলাম আহমদ সাহেব দুনইয়া হইতে খৃষ্টান ধর্ম্ম লোপ করিয়াছেন কি? উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিগণকে মুছলমান করিয়াছেন কি? হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি ছাহেবের ওয়াজে কত সহস্র সহস্র খৃষ্টান মুছলমান হইয়াছিল। মির্জ্জা সাহেব ইহার তুলনায় কিছুই করিতে পারেন নাই।

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহামের ৩১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

جب تم مسیح کا مردوں میں داخل ہونا ثابت کردوگے اور عیسائیوں کے دلوں میں نقش کردوگے تو اس دن سمجھ لو کہ آج عیسائی مذہب دنیا سے رخصت ہوا ★

"যখন তোমরা মছিহকে মৃতদিগের মধ্যে দাখিল হওয়া সাব্যস্ত করিতে পার এবং খৃষ্টানদিগের অন্তরে ইহা অঙ্কিত করিয়া দিতে পার, সেই দিবস বুঝিও যে, অদ্য খৃষ্টানদিগের মত দুনইয়া হইতে অদৃশ্য হইয়াছে।"

পাঠক, মির্জ্জা সাহেব বুঝি সমস্ত জীবনে ইহাই করিতে সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রচলিত মথি পুস্তকের ২৭ অধ্যায়, ৫০ পদে, মার্ক পুস্তকের ১৫।৩৭ পদে, লুকের ২৩।৪৬ পদে, এবং যোহনের ১৯।৩০ পদে আছে, "পরে যীশু পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।" ইহার বিপরীতে কোরআন শরিফে আছে যে, হজরত ইছা (আঃ) জীবিতাবস্থায় আছমানে সমুত্থিত হইয়াছেন, যথাস্থলে ইহা লিখিত হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি খৃষ্টানি মত লোপ করেন নাই, বরং বলবৎ করিয়াছেন, আর কোরআনি মত লোপ করার সাধ্য-সাধনা করিয়াছেন। পাদরিদের ক্রমোন্নতি হইতেছে, পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমানে তাহাদের মতের অধিক বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হইতেছে, আরও তিনি মিষ্টার আথামের সহিত মোকাবালা করিতে ইছলামের ধ্বংস করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু মুছলমানগণ মির্জ্জা সাহেবকে ইছলামের গণ্ডি হইতে খারিজ করিয়াছিলেন, এই হেতু ইছলামের উপর কোন মন্দ আছর পতিত হয় নাই।

মির্জ্জা সাহেব এজালায়-আওহামের ২৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ১৩ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুস্থানে নূতন খৃষ্টান দিগের সংখ্যা

৫ লক্ষ পর্য্যন্ত হইয়াছে। যিনি মছিহ হইবেন, তিনি খৃষ্টধর্ম্ম লোপ করিবেন, কিন্তু কাদিয়ানিদিগের মছিহের সময় ইহার বিপরীতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার ত দ্রুতগতিতে হইতেছে। ইহা কি সত্য মছিহ হওয়ার লক্ষণ?

৪র্থ হাদিছে আছে, মছিহ (আঃ) এর জামানায় ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইবে। মির্জ্জা সাহেবের জামানায় য়িহুদী, খৃষ্টান, পারশিক, বৌদ্ধ, হি প্রভৃতি ধর্ম্মের বিলোপ সাধন হইয়াছে কি? মির্জ্জা সাহেবের অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণকে ইসলামে দীক্ষিত করা দূরের কথা, তিনি নিজের মুষ্টিমেয় মির্জ্জায়ি সম্প্রদায় ব্যতীত দুনইয়ার প্রায় ৪০ কোটি মুসলমানকে কাফের হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন।

তিনি হকিকাতোল অহির ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اسکو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے پس اسلئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے کافر ہے □

"দ্বিতীয় প্রকার কাফেরি-যথা;—সে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মছিহকে (মির্জ্জা সাহেবকে) মান্য না করে এবং প্রমাণ পূর্ণ করার পরে উক্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী জানে—যাহাকে মান্য করার ও সত্যবাদী জানার সম্বন্ধে খোদা ও রাছুল তাকিদ করিয়াছেন এবং প্রাচীন নবিগণের কেতাবগুলিতে তাকিদ পাওয়া যায়, যেহেতু সে ব্যক্তি খোদা ও রাছুলের হুকুমের অবাধ্য সেইহেতু সে কাফের।" পাঠক, তিনি দুনইয়ার হিন্দু, খৃষ্টান ও য়িহুদীদিগকে মুসলমান করিতে পারেন নাই, বরং উপরোক্ত এক ফৎওয়ায়

দুনইয়ার প্রায় সমস্ত মুসলমানকে কাফের স্থির করিলেন, কাজেই তিনি প্রতিশ্রুত মছিহের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন নাই, এই হেতু নিজের দাবি অনুসারে জাল মছিহ ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইলেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদিছে আছে যে, তিনি ন্যায় বিচারক বাদশাহ হইবেন, তিনি য়িহুদী, খৃষ্টান কিম্বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বি-দিগের ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছুতেই রাজি হইবেন না, এমন কি তাহাদের নিকট হইতে 'জিজইয়া' কর গ্রহণ করার প্রথা উঠাইয়া দিবেন। যদিও য়িহুদী ও খৃষ্টানি মত মনছুখ হওয়ায় বাতীল হইয়া গিয়াছিল, তবু প্রাচীন সত্য ধর্ম্মের সম্মানের খাতিরে ইসলামে য়িহুদী ও খৃষ্টান-দিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইত না, বরং বশ্যতামূলক জিজইয়া, কর লইয়া তাহা-দিগকে শান্তিতে ইসলাম রাজ্যে বাস করিতে দেওয়া হইত কিন্তু হজরত ইছা (আঃ) এর নাজিল হওয়ার পরে য়িহুদী ও খৃষ্টানি মতের অসারতা প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিপন্ন হইবে, কাজেই হজরত মছিহ (আঃ) সেই সময় কাহারও নিকট 'জিজইয়া' কর গ্রহণ করিবেন না, ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত সকলকেই হত্যা করিবেন। মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহামে লিখিয়াছেন, ইসলামে জিজইয়া গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে, হজরত ইছা (আঃ) উহা উঠাইয়া দিলে, তিনি ইসলামের ব্যবস্থা মনছুখ করিয়া দিলেন, ইহাতে হজরতের খাতেমোন্নবিইন হওয়া রদ হইয়া যাইবে।

আমাদের উত্তর

ইসলামে হজরত ইছা (আঃ) এর জামানা অবধি জিজইয়া গ্রহণ করা জায়েজ, ইহার পরে নাজায়েজ, ইহা নবি (ছাঃ)

উক্ত হাদিছে প্রকাশ করিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) তাঁহার এই হুকুম পালনার্থ জিজইয়া উঠাইয়া দিবেন, ইহাতে তিনি ইসলামের ব্যবস্থা মনছুখ করিবেন না, বরং ইসলামের আদেশ পালন করিবেন।

হজরত মাহদীর সময়ে সমস্ত খৃষ্টান শক্তি চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইবে, আর হজরত মছিহ (আঃ) এর সময়ে দাজ্জাল ও তাহার অনুসরণকারী বিরাট য়িহুদী বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, সেই সময় দুনইয়ার কোন শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হইবে না, এমন কি উক্ত হজরতের শক্তি ও মো'জেজা কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া সেই সময়কার য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ তাঁহার উপর ইমান আনিবে এবং ইসলাম গ্রহণ করিবে, ইহাই প্রথম হাদিছ উল্লিখিত আয়তের মর্ম্ম। উপরোক্ত কারণে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে, এই হেতু কোন কোন রেওয়াএতে আছে, হজরত মছিহ যুদ্ধের সমাপ্তি করিবেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত ইছা (আঃ) এর পর আর দুনইয়াতে যুদ্ধ হইবে না। এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞসা করি, আপনাদের মির্জ্জা সাহেব বাদশাহ ছিলেন কি? জিজইয়া কর গ্রহণ করার উপযুক্ত ছিলেন কি? সমস্ত য়িহুদী ও খৃষ্টান তাহার উপর ইমান আনিয়াছে কি? তিনি দুনইয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি সাধন করিয়াছেন কি?

মির্জ্জা সাহেব এলহামি কেতাব বারাহিনে আহমদীয়ার ৫০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ
دنیا میں اتریںگے ★

"হজরত মছিহ (আঃ) অতি গৌরবান্বিত অবস্থায় দুনইয়ায় নাজিল হইবেন।"

আরও ৪৯৮।৪৯৯ পৃষ্ঠা;—

یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیشگوئی ہے۔ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار .... کے رو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے ●

"এই আয়তে বাহ্যিক ও রাজ্য পরিচালনার হিসাবে হজরত মছিহ (আঃ) এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী আছে। এই খাকছার (মির্জ্জা সাহেব) নিজের দরিদ্রতা ও নম্রতা হিসাবে মছিহ (আঃ) এর প্রথম জীবনের নমুনা স্বরূপ।" মির্জ্জা সাহেব নিজেই যখন নিজের এলহামি কেতাবে মছিহ (আঃ) এর বাদশাহির কথা স্বীকার করিতেছেন, তখন ইহার অন্য কোন অর্থ গৃহীত হইতে পারে না। মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় বিচারক হাকেমের অর্থ বিকৃতি করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি লোকের আকায়েদ ও মতের ভ্রান্তি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বাদশাহ ও সম্রাট হইলে, জিজইয়া কর গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা উহা রহিত করিতে পারেন, অথবা যুদ্ধ করিতে পারেন। কোন রেওয়াএতে আছে যে, মছিহ যুদ্ধ রহিত করিয়া দিবেন, এবনো-মাজার রেওয়াএতে আছে যে, তাহার সময়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে হাকেমের অর্থ বাদশাহ। মির্জ্জা সাহেব যে হিন্দুস্থানে বাস করিতেন, তথায় জিজইয়া কর নাই, তিনি স্বয়ং বাদশাহ ছিলেন না, আর তাঁহার পরে দুনইয়াতে কত যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, হজরত ইহার পরে কোন যুদ্ধ হইবে না। কাজেই মির্জ্জা সাহেব মছিহ হইতে পারেন না।

এই হাদিছে হজরত ইছা (আঃ) এর ন্যায় বিচারক হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মির্জ্জা সাহেবের পুত্র ফজলে-আহমদ সাবেবের মামু শ্বশুর আহমদ বেগ ছাহেবের

মহম্মদী বেগম নাম্নী কন্যার উপর মির্জ্জা সাহেব আশক্ত হইয়া তাহার বিবাহের প্রস্তাব করেন, কিন্তু মির্জ্জা সাহেব একেত বৃদ্ধ. দ্বিতীয় তাহার স্ত্রী পুত্র বর্ত্তমান ছিল, এই হেতু কন্যার আত্মীয়েরা এই বিবাহে রাজি হইতে পারেন নাই।

সেইসময় তিনি যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন. তাহা তবলিগে-রেছালাতের ২।৯—১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। এস্থলে উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি;—

اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے تو اسی نکاح کے دن سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہوگا اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بھانجی ہے اپنے اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دیوے تو پھر وہ بھی عاق اور محروم الارث ہوگا ★

"যদি ইহারা এই সঙ্কল্প হইতে বিরত না হয়. তবে এই নিকাহের দিবসে ছুলতান আহমদ ত্যাজ্য পুত্র ও সম্পত্তি হইতে মহরুম (বঞ্চিত) হইবে। আর যদি ইহার ভ্রাতা ফজলে-আহমদ যাহার গৃহে কন্যার (মোহাম্মদী বেগমের) পিতা মির্জ্জা আহমদ বেগের ভাগিনেয়ী আছে উহার বিবাহের সংবাদ পাওয়ার দিবস নিজের বিবিকে তালাক না দেয়, তবে সেও ত্যাজ্য পুত্র ও পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত।

নিরপেক্ষ পাঠক, মোহাম্মদী বেগমের পিতা মির্জ্জা সাহেবের সহিত নিকাহ দিতে অসম্মত হওয়ায় নিকাহ হইল না, ইহাতে ফজলে আহমদ বা তাহার স্ত্রীর কি দোষ হইল? এইরূপ নির্দ্দোষী স্ত্রীকে তালাক দিতে বলা এবং ফজলে-আহমদকে ত্যাজ্য পুত্র স্থির করা কি অবিচার নহে? খোদাতায়ালা পুত্রদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তির ওয়ারেছ করিয়াছেন, আর মির্জ্জা সাহেব তাহাদিগকে বঞ্চিত

করিলেন, ইহা অবিচার নহে কি ?

হজরত মছিহ (আঃ) এর হাদিছে আছে যে, তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন, কাজেই মির্জ্জা সাহেব অত্যাচারী হইয়া কিছুতেই মছিহ হইতে পারেন না।

উক্ত হাদিছে আছে যে, হজরত মছিহ (আঃ) এর সময়ে অর্থ এত অধিক পরিমাণ হইবে যে, লোকে জাকাত, খয়রাত গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না।

মির্জ্জা সাহেবের সময়ে অর্থের আধিক্য হইয়াছিল কি না, তাহার মির্জ্জা সাহেবের নিজের লিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে যথেষ্ট হইবে।

তিনি ফৎহে-ইছলামের ২৩।২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"এই সময় আমার পক্ষে নিজের রচিত কেতাবগুলি পূর্ণ করা নিতান্ত জরুরি। বারাহিনের বহু অংশ এখনও ছাপানের উপযুক্ত রহিয়াছে। আশেয়া'তোল কোরআন, ছেরাজ-মনির, তজদিদে-দীন, আবরায়িন, কোর-আন শরিফের তফছির, খৃষ্টান-দিগের মতের প্রতিবাদ সংক্রান্ত কেতাব ও তাহাদের সংবাদপত্র-গুলির বিরুদ্ধে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। এই সমস্ত কার্য্য ধারাবাহিক প্রচলিত করার জন্য মূলধন ও আর্থিক অভাব ব্যতীত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।

যদি আমার একটি ছাপাখানা হয়, একজন কাপি লেখক আমার নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, কাগজের মূল্য ছাপানের ব্যয় ও কাপি লেখকদের বেতন এবং অন্যান্য খরচের টাকা অবিরত সংগ্রহ হইতে থাকে, তবে একটি বিভাগের পূর্ণ বন্দবস্ত হইতে পারে।

হে হিন্দুস্তান, তোমার মধ্যে কি এরূপ কোন উদারচেতা আমির নাই যে, কেবল এই এক বিভাগের ব্যয় বহন করিতে

সক্ষম হয়।

যদি পাঁচজন ক্ষমতাশালী ইমানদার এই সময়ের অবস্থা বুঝিতে পারেন, তবে উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের ভার বহন করিতে পারেন।"

তিনি কিস্তিয়ে নুহের ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"যে কেহ আমার নিকট মুরিদ হইয়াছে, এক পয়সা, এক টাকা যে যাহা পারে এই খান্দানের সাহায্য করুক, মেহমান খানার ব্যয় ব্যতীত দীনি বহু বিষয়ের ব্যয় করার আবশ্যকতা আছে। মেহমানদিগের উপযুক্ত বিশ্রামস্থল নাই, পালঙ্গ সমূহের বন্দবস্ত নাই। মছজিদটি প্রশস্ত করার আবশ্যক হইতেছে, কেতাব রচনা ও ইছলাম প্রচারের বিভাগটি শক্রদের সমক্ষে অতি দুর্ব্বল। প্রত্যেক মুরীদের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করা দরকার। অতি অল্প হইলেও মাসিক চাঁদাই উৎকৃষ্ট।

"হে প্রিয় মুরিদগণ, এই সময়টি সুবর্ণ সুযোগ ধারণা কর, এই সুযোগ হারাইলে কখন ভাগ্যে ঘটিবে না। জাকাত প্রদাতা-গণ যেন এস্থলে জাকাত প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেক অপব্যয় রহিত করিয়া এই পথে ব্যয় করেন।"

কিস্তিয়ে-নুহের ৭৬ পৃষ্ঠায় নিজের গৃহ প্রশস্ত করার জন্য চাঁদা চাহিয়াছেন।

আল-অছিএত কেতাবের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় তিনি বেহশতী কবরস্থানের চাঁদা চাহিয়াছেন।

তবলিগে-রেছালাতের ৬।২৬ পৃষ্ঠায় পান্থশালা ও বুঙার জন্য চাঁদা চাহিয়াছেন।

এইরূপ তিনি আলহাকাম পত্রিকায় মিনারা প্রস্তুত করিতে চাঁদা চাহিয়াছেন।

হাদিছ শরিফে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, হজরত মছিহ

ও হজরত মাহদী অসংখ্য টাকা বিতরণ করিবেন, কিন্তু মির্জ্জা সাহেব মুরিদগণের নিকট হইতে অনবরত চাঁদা সংগ্রহ করিতেন। কাজেই তিনি কিছুতেই মছিহ হইতে পারেন না।

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহাম কেতাবের ৫৫০ পৃষ্ঠায় এই হাদিছের অর্থ বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন, —'এই কোর-আন এক বহুমূল্য সম্পদ, তোমরা উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ কর। তোমরা যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছ, তাহা হইতে ইহা উত্তম। ইহাতে ইশারা হইতেছে যে, এল্‌ম ও হেকমতের তুল্য কোন অর্থ নাই। ইহা উক্ত অর্থ যাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে লিখিত হইয়াছে যে, মছিহ এই দুনইয়ায় আসিয়া এই অর্থ এত পরিমাণ বন্টন করিবেন যে, লোকে লইতে অক্ষম হইয়া যাইবে। ইহা নহে যে, তিনি টাকা কড়ি সংগ্রহ করিবেন, কেননা কোর-আনে অর্থ ও সন্তানদিগকে ফাছাদ বলা হইয়াছে। তিনি জ্ঞাতসারে প্রত্যেককে বহু অর্থ দান করিয়া কি ফাছাদে নিক্ষেপ করিবেন?"

মির্জ্জা সাহেবের এই দাবী বাতীল, কেন না মির্জ্জা সাহেব মিনারা, মছজিদ, মেহমানখানা, মাদ্রাসা, বেহেশতি কবরস্থান, মেহমানদারী, পত্র লেখা, কেতাব ছাপান ইত্যাদি বলিয়া বহু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নিজের ছবি বিক্রয় করিয়া কম টাকা সংগ্রহ করেন নাই। আরও নিজের সন্তানগণের পয়দা হওয়ার এল্‌হাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যদি অর্থ ও সন্তান সন্ততি প্রত্যেকের জন্য ফাছাদ হয়, তবে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন কেন এবং সন্তান সন্ততি লাভের জন্য বিবাহ করিলেন কেন?

মির্জ্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ ঠিক হইলে, হাদিছের এইরূপ অর্থ হইবে, মির্জ্জা সাহেব কোর-আনের এল্‌ম প্রচার করিবেন, কিন্তু তাহার শিষ্যেরা উহা কবুল করিবেন না।

এক্ষেত্রে তাঁহার শিষ্যেরা কোর-আনের এল্‌ম অগ্রাহ্য করিয়া কাফের হইবেন কিনা?

মির্জ্জা সাহেব যখন দেখিলেন যে তাঁহার এত কষ্টের সংগৃহীত অর্থ রাশি মছিহ হওয়ার দাবীতে লোকদিগকে দান করিয়া ফেলিতে হয়, এই হেতু তিনি এই কৌশল বাহির করিলেন যে, এস্থলে টাকাকড়ি দান উদ্দেশ্য নহে, বরং কোরআনের এলম দান করা উহার মর্ম্ম।

মির্জ্জা সাহেব কি এই আয়ত পাঠ করেন নাই? لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের পছন্দনীয় অর্থরাশি ব্যয় না করিবে, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে না।"

মির্জ্জা সাহেব নিজের ভক্তগণকে তাহার হস্তে বিবিধ প্রকার চাঁদা প্রদান করিতে এত বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন কেন? ইহাতে নিজেকে ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করা হইল কিনা? ইহাতে প্রমাণিত হইল যে মির্জ্জা সাহেবের কল্পিত অর্থ বাতীল।

তৃতীয় হাদিছে আছে যে হজরত মছিহ (আঃ) হজ্জ ও ওমরা করিবেন।

এক্ষণে আমি মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মির্জ্জা সাহেব হজ্জ করেন নাই, তবে তিনি প্রতিশ্রুত মাহদী হইবেন কিরূপে?

দ্বিতীয় হাদিছে আছে, দুনইয়া হইতে দ্বেষ, হিংসা অদৃশ্য হইয়া যাইবে, ইহার কারণ এই যে,-দুনইয়ার সমস্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া কেবল ইছলাম ধর্ম্মে পরিণত হইবে।

এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দুনইয়া হইতে দ্বেষ হিংসা দূরীভূত হইয়াছে কি? মুছলমান ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়াই আছে। খৃষ্টানে খৃষ্টানে যুদ্ধ হইতেই আছে। মুছলমান ও হিন্দুদিগের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিতেছে, ইহার বিরাম নাই।

আর মুছলমানদিগের মধ্যে কাদিয়ানি সম্প্রদায় বাহির

হইয়া যে, বিদ্বেষবহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাপিত হওয়া দূরের কথা, দিন দিন ভারতময় উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। নিজে মির্জ্জা সাহেব হকিকাতোল-অহি কেতাবের ১৬৯ পৃষ্ঠায় জগতের প্রায় ৪০ কোটি মুছলমানের উপর কাফেরি কংওয়া জারি করিয়াছেন। তিনি আরবাইন কেতাবের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় মির্জ্জায়িদিগকে অন্য মুছলমানদিগের পশ্চাতে নামাজ পড়া একাট্ট হারাম লিখিয়াছেন। আর মির্জ্জায়িদিগের সম্বন্ধে তিনি শাহাদাতোল-কোরআনের শেষোক্ত বিজ্ঞাপনের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

همارى جماعت كے اكثر لوگون نے ابتک كوئى اهليت اور تهذيب اور پاک دلى اور پرهيزگارى اور للهى محبت باهم پيدا نهيں كى اور انهيں سفله اور خود غرض اسقدر ديكهتا هون كه وه ادنى ادنى خود غرض كے بناء پر لڑتے اور ايكدوسرے سے دست بدامن هوتے هيں اور ناكاره باتون كي وجه سے ايک دوسرے پر حمله هوتا هے بلكه بسا اوقات گاليون تک نوبت پهنچتى هے اور دلون ميں كينے پيدا كر ليتے هيں □

"আমাদের জামায়াতের অধিকাংশ লোক এখনও কোন যোগ্যতা, সভ্যতা, অন্তরশুদ্ধি, পরহেজগারি এবং পরস্পরে লিল্লাহি মহব্বত অর্জ্জন করে নাই। আর ইহাদিগকে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি ও স্বার্থপর দেখিতে পাই যে, তাহারা সামান্য সামান্য স্বার্থের খাতিরে সংগ্রাম করিয়া থাকে এবং একে অন্যের ঘাড় ধরিয়া থাকে এবং যৎসামান্য কথাবার্ত্তায় একে অন্যের উপর আক্রমণ করিয়া থাকে, বরং অনেক সময় কটু কথা বলিয়া থাকে এবং অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকে।" ইহা ত গেল, মির্জ্জা সাহেবের জামানার মির্জ্জায়িগণের অবস্থা।

মির্জ্জা সাহেবের পরে হাকিম নুরুদ্দিন সাহেব প্রথম খলিফা হইয়াছিলেন, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তৎপরে মির্জ্জা সাহেবের পুত্র মির্জ্জা মাহমুদ সাহেব দ্বিতীয় খলিফা হইয়াছেন। ইনি জীবিত আছেন। ইহার সময় মির্জ্জায়িদিগের পাঁচটি পৃথক পৃথক দল হইয়াছে, প্রথম লাহুরী পার্টি—এই দলের এমাম, মিষ্টার মোহাম্মদ আলি সাহেব। দ্বিতীয় মাহমুদী পার্টি—ইহাদের এমাম মির্জ্জা মাহমুদ সাহেব। তৃতীয় জহিরি পার্টি—ইহাদের এমাম, গোজরানাওয়ালা অধিবাসী জহিরুদ্দিন আরুপি সাহেব। চতুর্থ তিমাপুরী পার্টি—ইহাদের গুরু আবদুল্লাহ তিমাপুরী সাহেব পঞ্চম ছুম্বারইয়ালি পার্টি—ইহাদের নেতার নাম ছুম্বারইয়াল নিবাসি মোহাম্মদ ছইদ সাহেব। ছুম্বারইয়াল অজিরআবাদের একটি পল্লীর নাম। লাহুরী ওমাহমুদি পার্টিদ্বয়ের মধ্যে মতভেদের কারণ এই যে, মিষ্টার মোহাম্মদ আলি সাহেব হাকিম নুরুদ্দিন সাহেবের পরে খলিফা হওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মির্জ্জা মাহমুদ সাহেবের শক্তিতে তিনি অকৃতকার্য্য হন, এই হেতু উভয় দলের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। উভয় দলের আকায়েদের মধ্যে বড় বেশী পার্থক্য নাই, সামান্য এক আধটুকু প্রভেদ যাহা আছে তাহা এই, লাহুরি, পার্টি মির্জ্জা সাহেবকে অগ্রণী, এমাম প্রতিশ্রুত মছিহ মোজাদ্দেদ সব কিছু বলেন, কিন্তু তাহার নবুয়তের সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে, তিনি হকিকি (প্রকৃত) নবি ছিলেন না, বরং মাজাজি (অপ্রকৃত) নবি ছিলেন, মির্জ্জা সাহেব যে যে শব্দে নবুয়তের দাবি করিয়াছেন, ইহারা তৎসমুদয়ের অযথা অর্থ প্রকাশ করিয়া জনসমাজকে মির্জ্জায়ি মতের প্রকৃত ঘটনা জানিতে সুযোগ দেন না। মাহমুদি পার্টি বলেন, মির্জ্জা সাহেব অন্যান্য নবিগণের ন্যায় নবি ছিলেন, মির্জ্জা সাহেবকে যে ব্যক্তি নবি বলিয়া স্বীকার না করে, সে অকাট্য কাফের।

এইদল মির্জ্জা সাহেবের কথাগুলির অযথা অর্থ প্রকাশ করেন না এবং মির্জ্জা সাহেবের নবুয়তের দাবিকে গোপন করা পছন্দ করেন না, বরং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর খাতেমোন্নবিয়িন হওয়া অস্বীকার করেন। লাহুরি পাটি বড় পলিসির সহিত কার্য্যোদ্ধার করেন, তাহারা বুঝিয়াছেন যে, মুসলমানেরা নবুয়তের দাবিতে এরূপ রাগান্বিত ও বীতশ্রদ্ধা হইয়া পড়েন যে, পুনরায় তাহাদের চাক্রের জলে আবদ্ধ হওয়ার আশা থাকে না, আর তাহারা মুসলমানদিগের নিকট হইতেই চাঁদা আদায় করিয়া থাকেন, এই হেতু তাহারা এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন যে, আমরা মির্জ্জা সাহেবকে নবি বলিয়া মানি না ও মির্জ্জা সাহেবের এনকারকারিদিগকে কাফের বলি না, এই পলিসিতে তাহারা বহু কার্য্যোদ্ধার করিয়া থাকেন এবং মুসলমানেরা যে পরিমাণ তাহাদের চক্রে পড়িয়া থাকেন, সেই পরিমাণ মাহমুদী পাটির চক্রে পড়েন না। মাহমুদি পাটি এইরূপ স্বার্থ উদ্ধারের লোভ রাখেন না, কেননা তিনি পিতার অগাধ অর্থের মালিক হওয়ায় পরমুখাপেক্ষী হওয়ার আশা করেন না এবং ধারণা করেন যে, মির্জ্জার নবুয়তের দাবি কোন প্রকার কুট অর্থ গ্রহণে অস্পষ্ট থাকিতে পারে না।

জহিরি পাটী মির্জ্জা সাহেবকে খোদার মাজহার (বিকাশস্থল) স্থির করিয়া থাকেন এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ উক্ত কথাগুলি পেশ করেন—যে সমুদয়ে তিনি খোদায়ি দাবি করিয়াছেন। এই দলের এক আকিদা এই যে, জহিরুদ্দিন আরূপি সাহেব প্রতিশ্রুত ইউছুফ। মির্জ্জা সাহেব এক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, আমার পরে ইউছুপ আসিবে, তোমরা বুঝিয়া লও, যেন খোদা অবতীর্ণ হইয়াছেন।”

জহিরুদ্দিন সাহেব বলেন, আমি সেই খোদাবিকাশস্থল ইউছুফ। ইহাদের আর একটি মত এই যে, কাদিয়ানের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া চাই, কেন না কাদিয়ান মক্কা শরিফ, তথায় খোদার রাছুল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিমাপুরি পাটি মির্জ্জা সাহেবকে নবি ও রাছুল বলেন কিন্তু তাহাদের নেতা আবদুল্লাহ তিমাপুরী সাহেব বলেন, আমার বাজু হইতে এলাহাম প্রকাশিত হয়। তিনি তফসিরে-আসমানি কেতাবে লিখিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) হজরত হাওয়ার সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন। (নাউজোঃ)

ছাম্বারইয়ালিদিগের নেতা মোহাম্মদ ছইদ সাহেব বলেন, খোদা আমাকে নবিগণের চন্দ্র বলিয়াছেন। আরও বলেন, মির্জ্জা সাহেব নূতন শরিয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি শরিয়তে মোহাম্মদীর সংস্কার করার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এই সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি ইহার সংস্কার স্বরূপ বলেন, মদ হালাল, খৎনা দেওয়া হারাম এবং খালাত, চাচাত, মামাত ও ফুফুত ভগ্নি হারাম ইত্যাদি।

পাঠক হজরত মছিহ দুনইয়ায় আসিলে মতভেদ ও দ্বেষ-হিংসা থাকিবেনা, কিন্তু মির্জ্জা সাহেবের পর হইতে দ্বেষ-হিংসা অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে, কাজেই তিনি প্রতিশ্রুত মছিহ নহে।

৪।৫ নম্বরের হাদিছে আছে দুনইয়ায় এরূপ শান্তি প্রবাহিত হইবে যে, সর্পের বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন কি ছোট বালক সর্পের মুখে হস্ত রাখিলে, সর্প তাহাকে দংশন করিবে না। একটি বালিকা ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু ব্যাঘ্র তাহাকে কিছু বলিবে না নেকড়ে বাঘ ছাগলের ভক্ষক না হইয়া রক্ষক হইবে কাল কেউটিয়া সর্প পশুদিগের সহিত বিচরণ করিবে এবং

বালকেরা সর্পের সহিত ক্রীড়া করিবে।

মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মির্জ্জা সাহেবের আমলাদারিতে এইরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল কি?

ইহাতে জ্বলন্তভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃত 'মছিহ' এখনও দুনইয়ায় আগমন করেন নাই।

৫ম হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত মছিহ (আঃ) এর জামানায় এত বেশী বারিপাত হইবে এবং জমির উর্ব্বরা শক্তি এত বৃদ্ধি হইবে যে, ফল শষ্য অপূর্ব্ব ভাবে অধিক পরিমাণে এবং উন্নত ধরণের হইবে। কৃষিকার্য্যের এত উন্নতি হইবে যে গরুর মূল্য অতিরিক্ত বেশী হইবে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তির জন্য ঘোটকের মূল্য নিত্যান্ত কম হইবে।

মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মির্জ্জা সাহেবের সময়ে এই সমস্ত লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল কি?

৯।১০ নম্বর হাদিছে আছে যে, হজরত মছিহ (আঃ)এর কবর মদিনা শরিফে হজরতের কবরের নিকট হইবে।

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহামের ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;

ممکن ہے کہ مثیل مسیح ایسا بھی ہو جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو *

"ইহা সম্ভব যে, মছিলে-মছিহ এরূপ হইবেন যে, নবি (ছাঃ)এর কবরের নিকট মদফুন হইবেন।"

তিনি ১৯০৬ সালের ১৪ই জানুয়ারির মেগাজিনে লিখিয়াছিলেন;

ہم مکہ میں مرینگے یا مدینہ میں

"আমি মক্কাশরিফে কিম্বা মদিনাতে মরিব।" মির্জ্জা ছাহেব মছিহ হইবার লোভে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি লাহোরে মরিয়া যান এবং দাজ্জালের গাধা রেলের দ্বারা নীত হইয়া কাদিয়ানে প্রোথিত হন।

মির্জ্জা ছাহেবের কবর কাদিয়ানে হইয়াছে, কাজেই তিনি কিরূপে মছিহ হইবেন ?

মির্জ্জা ছাহেব বড় দূরদর্শী ছিলেন, তিনি যদি মদিনা শরীফে না মরেন, তবে নিজের মছিহিয়েত বজায় রাখা উদ্দেশ্যে উক্ত হাদিছের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া এজলাতোল-আওহামের ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; "আমি হজরত নবি (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি যেন বলিতেছেন যে, তোমার কবর এই স্থলে হইবে ।"

আমি চৈতন্যলাভ করিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ, আমার রুহ পরকালে হজরতের নিকট থাকিবে ।

আমরা বলি, কোর-আন শরিফে ছিদ্দিক, শহিদ ও নেক্কা-রদিগের নবিগণের সঙ্গী হওয়ার কথা আছে, যদি পরকালে রুহের সন্নিকট হওয়াতে কবর নিকট নিকট হওয়া বলিয়া গণ্য হয়, তবে হজরত কেবল ইছা (আঃ) এর কবর তাঁহার কবরের নিকট হওয়ার কথা উল্লেখ করিলেন কেন ? ইহাতেই মির্জ্জা ছাহেবের গৃহীত অর্থ বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হইল ।

১১ নম্বর হাদিছে আছে যে, হজরত মছিহ নাজেল হইয়া জেহাদকারী মুসলমানদিগের আমিরের পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন । মির্জ্জা ছাহেবের সময় জেহাদ হইয়াছিল কি ? তিনি কোন যোদ্ধা আমিরের পশ্চাতে এক্তেদা করিয়াছিলেন কি ?

১ নম্বর হাদিছে আছে, লোকে এবাদত কার্য্যে এরূপ গভীর ভাবে মননিবিষ্ট করিবে যে, তাহাদের পক্ষে একটি ছেজদা পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হইতে প্রীতিকর হইবে ।

মির্জ্জা ছাহেবের আমলে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল কি ?

৬ নম্বর হাদিছে আছে যে, মছিহ বেনে মরয়েম দেমাস্কের পূর্ব্বদিকে শ্বেত মিনারার নিকট দুইজন ফেরেশতার পালকের উপর হস্ত রাখিয়া নাবিবেন, মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আও-

ছামের ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বিচক্ষণ লোকেরা এই স্থলে নিতান্ত স্তম্ভিত হইয়া আসিতেছেন যে, হজরত মছিহ মক্কাশরিফ কিম্বা মদিনা শরিফে নাজেল না হইয়া দেমাস্কে কেন নাজেল হইবেন ?

আমরা বলি, এমাম মাহদী কনষ্টান্টিনোপল জয় করিয়া দেমাস্কের নিকট উপস্থিত হইবেন, এদিকে দাজ্জাল উহার নিকট উপস্থিত হইবে, এমাম মাহদীর পক্ষে জেহাদের আয়োজন করা হইবে, কিন্তু দাজ্জালের মৃত্যু হজরত ইছা (আঃ) এর দ্বারা সংঘটিত হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত আছে, কাজেই তিনি দেমাস্কে নাজিল হইবেন, ইহাতে স্তম্ভিত হওয়ার কিছুই নাই।

মির্জ্জা ছাহেব দেমাস্ক শব্দের মর্ম্ম কাদিয়ান গ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি, যদি মির্জ্জা ছাহেবের দাবি সত্য হয়, তবে হজরত নবি (ছাঃ) কাদিয়ান নামটি লইতে পারিলেন না কেন ?

নামে কখনও কি استعارة 'ইস্তেয়ারা' হইয়া থাকে ? মির্জ্জায়ি সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, ইহা যদি مجاز 'মাজাজ' হয়, তবে কোন শ্রেণীর মাজাজ لغوي লোগাবি, شرعي শরয়ি, عرفي خاص ওরফিয়ে খাছ কিম্বা عرفی عام ওরফিয়ে আম ?

মেশকাত, ৪৬৬ পৃষ্ঠা;—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله رواه مسلم □

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ করিবে, ইহাতে আল্লাহ উহা (তোমাদের) অধিকারভুক্ত করিয়া দিবেন। তৎপরে পারশ্যে যুদ্ধ করিবে, ইহাতে আল্লাহ উহা (তোমাদের) অধিকার ভুক্ত করিয়া দিবেন। তৎপরে তোমরা

রুমে যুদ্ধ করিবে, ইহাতে আল্লাহ উহা (তোমাদের) অধিকারভুক্ত করিয়া দিবেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

উক্ত পৃষ্ঠা;—

لتفتتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي فى الابيض ●

"নিশ্চয়ই একদল মুছলমান খছরুর বংশধরগণের ধনভাণ্ডার যাহা ছফেদ কোশাফ কেল্লাতে আছে অধিকার করিবে।" হজরত ওমারের খেলাফত কালে এই ধনভাণ্ডার মুছলমানগণ অধিকার করিয়াছিলেন।

আরও ৪৬৫ পৃষ্ঠা;—

لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه ذلف الانوف متفق عليه ✪

"কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ (না) তোমরা ক্ষুদ্র চক্ষু লাল চেহারা, নত নাসিকাধারী তুর্কিদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বোখারি ও মোছলেম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।"

আরও ৪৬৬ পৃষ্ঠা;—

فقال اعد ستابين يدى الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان ياخذ فيكم كقصاص الغنم ثم استفاضة المال......رواه البخاري ★

"তৎপরে হজরত বলিলেন, তোমরা কেয়ামতের পূর্ব্বে ছয়টি বিষয় গণনা কর—আমার এন্তেকাল, তৎপরে বয়তুল-মোকাদ্দছ অধিকার, তৎপরে মহামারী তোমাদের মধ্যে পতিত হইবে, যেরূপ ছাগলের মধ্যে মহামারী হয়, তৎপরে অর্থের আধিক্য। আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ আছে।" হজরত ওমারের জামানায় বয়তুল-মোকাদ্দছের নিকটবর্ত্তী 'আমাওয়াছ' নামক স্থানে মুছলমান সৈন্যগনের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়, ইহাতে

তিন দিবসে ৭০ সহস্র লোক মরিয়া যায়। এমাম বোখারী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

মেশকাত, ৪৬৯।৪৭০ পৃষ্ঠাঃ –

لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضئ اعناق الابل ببصرى متفق عليه *

"কেয়ামত উপস্থিত হইবে না যতক্ষণ (না) একটি অগ্নি হেজাজ হইতে বাহির হইবে, উহা বোছরাতে উষ্ট্রদিগের গ্রীবা দেশ আলোকিত করিবে, বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।" ৬৩০ হিজরির জামাদিয়ল আখেরা মাসের ৩য় তারিখে জুমার দিবসে প্রথমে অগ্নি প্রকাশিত হয়, রজবের ২৭ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিয়া উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। উক্ত অগ্নি হেজাজের দিক্ হইতে বড় একটি কেল্লাধারী শহরের ন্যায় যেন মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ধাবিত হইত, যে পর্ব্বতে পৌঁছিত, উহা ভষ্ম করিয়া দিত, বজ্রের ন্যায় শব্দ করিত, সমুদ্রের ন্যায় উথলিয়া উঠিত, যেন উহার মধ্য হইতে লাল ও সবুজ রং-এর নদী সকল বাহির হইত, মদিনা শরিফের পার্শ্ববর্ত্তী ময়দান ও জঙ্গলে উক্ত অগ্নি আলোকিত হইত, কিন্তু মদিনা শরিফের গৃহগুলি ও হেরম শরিফে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় প্রকাশিত হইত এবং শীতল বায়ু উহা হইতে তথায় প্রবাহিত হইত, লোকে রাত্রিতে উহার আলোকে কার্য্য করিত, চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোক নিস্প্রভ হইয়াছিল। কোন মক্কাবাসী এই অগ্নির আভা ইমামা ও বাহরাতে পরিদর্শন করিয়াছিল। এই অগ্নির বিস্ময়কর ব্যপার এই ছিল যে, প্রস্তরগুলি ভষ্ম করিয়া দিত, কিন্তু বৃক্ষগুলি নিরাপদে থাকিত। একখানা বৃহৎ পাহাড়ের অর্দ্ধেকাংশ মদিনা শরিফের হেরমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, অবশিষ্টাংশ বাহিরে ছিল, উক্ত অগ্নি বাহিরের অংশটুকু ভষ্ম করিয়াছিল। কিন্তু উহার ভিতরের

অংশে পৌঁছিয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। মদিনাবাসিগণ দান খয়রাত, গোলাম আজাদ করিতে ও রোদন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, জুমার রাত্রে সমস্ত মদিনাবাসি. এমন কি স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা হেরম শরিফে জাগরণ করিলেন এবং হোজরা শরিফের চারি দিকে খোলা মস্তকে রোদন করিতে লাগিলেন। আল্লাহ উক্ত অগ্নিকে উত্তরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন এবং উক্ত শহরকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

মেশকাত. ৪৫৯ পৃষ্ঠা:—

عن ابی ذر قال رسول الله صلعم انكم ستفتحون مصر فاذا فتحتموها فاحسنوا الی اهلها فان لها ذمة و رحما فاذا رایتم رجلین یختصمان فی موضع لبنة فاخرج منها قال فرایت عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنة واخاه ربیعة یختصمان فی موضع لبنة فخرجت منها *

"আবুজার´ বলেন নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমরা মিশর অধিকার করিবে। যখন তোমরা উহা অধিকার করিবে, উহার অধিবাসিদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, কেননা উহার অধিবাসিদিগের সহিত জেম্মাদারি ও আত্মিয়তা আছে, যখন. তোমরা দুই জন লোককে একখানা ইষ্টকের নিকট কলহ করিতে দেখিবে, তখন তথা হইতে বাহির হইবে। (হজরত) আবুজার´ বলেন, আমি আবদুর রহমান বেনে শোরাহবিল ও তাঁহার ভ্রাতা রবিয়াকে একখানা ইষ্টকের নিকট কলহ করিতে দেখিয়া তথা হইতে বাহির হইয়াছি। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন"

এক্ষণে আমি মির্জ্জা সাহেবের রুহকে জিজ্ঞাসা করি, জনাব হজরত নবি (ছাঃ) আরব, হেজাজ, মিশর, বয়তুল মোকাদ্দছ. রুম (কনষ্টান্টিনোপল) পারস্য, তুর্কি ও খছরুর সম্বন্ধে যে যে ভবিষ্যদ্বানী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত

হইয়াছে, আপনি সত্যের অপলাপ করিয়া দেমাস্ককে কাদিয়ান করিলেন, এক্ষণে উক্ত স্থানগুলির পরিবর্ত্তে কোন্ কোন্ নাম নির্ব্বাচন করিবেন?

যাহার খোদার ভয় আছে, তিনি কি হজরতের হাদিছ এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন? মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, দেমাস্কে যেরূপ এজিদের দল ছিল, কাদিয়ানে সেইরূপ এজিদ স্বভাবের লোক বিস্তর আছে, এই হেতু কাদিয়ানকে দেমাস্ক বলা হইয়াছে।

বাহবা কি চমৎকার ব্যাখ্যা! দুনইয়াতে এজিদ স্বভাবের লোক সহস্র সহস্র স্থলে আছে, হজরত (ছাঃ) সমস্ত এজিদী ভাবাপন্ন অধিবাসিদিগের সমস্ত স্থান ত্যাগ করিয়া কেবল কাদিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিবেন কেন, ইহার সদুত্তর দিবেন কি?

মির্জ্জা ছাহেব গড়িয়া পিটিয়া দেমাস্ককে কাদিয়ান নামে অভিহিত করিলেন, কিন্তু শ্বেত মিনারা তথায় ছিল না, এই হেতু তিনি ভক্তদিগের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কাদিয়ানে একটি মিনারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি মির্জ্জায়িদলকে জিজ্ঞাসা করি, হাদিছে আছে, যখন হজরত মছিহ (আঃ) নাজিল হইবেন, তখন মিনারা প্রস্তুত থাকিবে, হাদিছে ইহা নাই যে, হজরত মছিহ নাজিল হইয়া মিনারা প্রস্তুত করিবেন। পক্ষান্তরে মির্জ্জা সাহেব নিজের মছিহিয়েত প্রকাশ করার কতকাল পরে মিনারা প্রস্তুত করিলেন, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দেমাস্ককে কাদিয়ান বলা একেবারে বাতীল মত।

হাদিছে আছে, (হজরত) মছিহ বেনে মারইয়াম দুইজন ফেরেশতার বাজুর উপর হস্ত রাখিয়া নাজিল হইবেন, মির্জ্জা

ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন. ইহার অর্থ দুই জন মনুষ্যের স্কন্ধে হাত রাখিবেন অর্থাৎ দুইজন লোক তাহার সহায়তাকারী হইবেন।

মির্জ্জা সাহেব নিজেকে মছিহ সাজাইয়া মৌলবী নুরদ্দিন ও মৌলবী আবদুল করিম ছাহেবদ্বয়কে দুই ফেরেশতা বানাইয়া লইয়াছেন. কি চমৎকার ব্যাখ্যা।

মেশকাত, ১১ পৃষ্ঠা:—

جلس الى النبي صلى الله عليه و سلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه و وضع كفيه على فخذيه ★

"তিনি (হজরত জিবরাইল) নবি (ছা:) এর নিকট বসিলেন. তৎপরে নিজের জানুদ্বয়কে তাঁহার জানুদ্বয়ের সহিত মিলিত করিলেন এবং নিজের হস্তদ্বয়কে তাহার উরুদ্বয়ের উপর স্থাপন করিলেন।"

এইরূপ যে যেস্থলে ফেরেশতা জিবরাইল হজরতের নিকট বা অন্যান্য ফেরেশতাগণ অন্যান্য নবিগণের নিকট আগমন করিয়াছিলেন. তৎসমস্ত স্থলে মির্জ্জা ছাহেব বলিতে পারেন. উহা স্বপ্ন বৃত্তান্ত, ফেরেশতা নহে, বরং মনুষ্যেরা আসিয়া ছিল. নবিগণ জাল করিয়া তাহাদিগকে ফেরেশতা সাজাইয়াছেন।

"মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১৫২ পৃষ্ঠায় এই মর্ম্মের একটি হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে. হজরত নবি (ছা:) স্বপ্নযোগে হজরত ইছা (আ:) কে দুইটি লোকের স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া কা'বাগৃহের তওয়াফ করিতে দেখিয়াছিলেন, এইরূপ দাজ্জালকে তওয়াফ করিতে দেখিয়াছিলেন।" তৎপরে উহার ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ইহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে. দেমাস্কে হজরত মছিহ (আ:) এর নাজিল হওয়ার হাদিছ একটি স্বপ্ন।"

এক্ষণে আমি মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেমাস্কের হাদিছের আদ্যপান্ত কোন স্থলে স্বপ্ন বা কাশফের কথা নাই, কাজেই বাতিল কেয়াছ করিয়া দেমাস্কের হাদিছটি স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া গোমরাহি নহে কি?

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১৫৪ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি আএশাকে দুইবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহাকে এক খণ্ড রেশমি বস্ত্রে দেখিয়াছি। ফেরেশতা বলিয়াছিলেন, ইনি তোমার স্ত্রী হইবে। এই হাদিছটি মেশকাতের ৫৭৩ পৃষ্ঠায় আছে। অন্যান্য হাদিছে হজরত আএশার সহিত হজরতের নিকাহ করার কথা আছে।

এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেব বলিতে পারেন, হজরতের সহিত হজরত আএশার নিকাহ করার ঘটনাটি প্রকৃত ব্যাপার নহে, উহা স্বপ্নের ঘটনা, যেহেতু প্রথমোক্ত হাদিছে উহার স্বপ্ন দেখার ঘটনা বলিয়া বিবৃত হইয়াছে।

আরও মির্জ্জা সাহেব উক্ত কেতাবের ১৫৪।১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) স্বপ্নযোগে মদিনা শরিফে হেজরত করার অবস্থা দেখিয়াছিলেন।

অন্যান্য হাদিছে হজরতের হেজরত করিয়া মদিনা শরিফে যাওয়ার কথা আছে।

এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব হজরতের মদিনা শরিফে হেজরত করার কথা বাস্তব ঘটনা নহে বলিয়া কি দাবী করিবেন, যেহেতু হজরত প্রথমোক্ত হাদিছে উহা স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ছহিহ বোখারির ১।৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে, হজরত স্বপ্নযোগে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিয়া তওয়াফ করা দেখিয়াছিলেন।

অন্যান্য হাদিছে হজরতের মক্কা শরিফ অধিকার করিয়া তওয়াফ করার কথা লিখিত আছে। এস্থলে মির্জ্জা ছাহেব

বলিতে পারেন, হজরতের মক্কা শরিফ জয় করা ও কা'বা শরিফের তওয়াফ করা প্রকৃত ঘটনা নহে, বরং উহা স্বপ্ন, যেহেতু প্রথমোক্ত হাদিছে উহা স্বপ্নের কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

মূল কথা মির্জ্জা ছাহেবের বাতিল মতে কোন একটি ঘটনা স্বপ্নে দেখিলে আর সেই ঘটনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, উহাতে আরবি كانی "যেন আমি" শব্দ আছে, এই হেতু বুঝা যাইতেছে যে, উহা স্বপ্ন কিম্বা কাশ্‌ফ। পাঠক, হাদিছে আছে:—

انه شاب قطط عينه طافية كاني بعبد العزى بن قطن

নিশ্চয় উক্ত দাজ্জাল যুবক হইবে, তাহার কেশ কোঁকড়ান হইবে, তাহার চক্ষু উচ্চ হইবে, যেন আমি তাহাকে আবদুল ওজ্জা বেনে কাতানের সহিত উপমা দিতেছি।

ইহার অর্থ এই যে, দাজ্জালকে আবদুল ওজ্জার আকৃতির সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ একে অন্যের তুল্য নহে, এই হেতু হজরত 'যেন' শব্দ বলিয়াছেন, ইহাতে উহা স্বপ্নের ঘটনা হওয়া কিরূপে প্রমাণিত হইবে!

মেশকাত, ১১ পৃষ্ঠা:—

قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك *

হজরত বলিয়াছেন, এহছানের অর্থ এই, তুমি আল্লাহতায়ালার এবাদত করিবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছ আর যদি তুমি দেখিতে না পার, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

কোর-আন ছুরা মোদ্দাছছের :—

فما لهم عن التذكرة معرضين - كانهم حمر مستنفرة - فرت من قسورة *

"উক্ত কাফের দিগের কি হইয়াছে যে, তাহারা উপদেশ

হইতে বিমুখ হইতেছে, যেন তাহারা ব্যাঘ্র হইতে পলায়মান গর্দ্ধভ সকল।"

মির্জ্জা ছাহেব ৩৮ 'যেন' শব্দে স্বপ্ন মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন. উপরোক্ত দুই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে কি যে, স্বপ্নযোগে এবাদত করিতে হইবে এবং কাফেরেরা স্বপ্নযোগে উপদেশ গ্রহণে বিমুখ হইয়া থাকে।

বলি, এইরূপ কোর-আন ও হাদিছের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া কি মোজাদ্দেদ হইতে হয়?

ছহি মোছলেমের হাদিছে আছে যে, যে সময় হজরত মছিহ নাজিল হইবেন, সেই সময় তিনি জরদ রঙের বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় থাকিবেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ১০৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তা'বিরের (স্বপ্ন তত্ত্বের) কেতাবে লিখিত আছে জরদ বস্ত্র দেখিলে. কিছু অসুস্থতা বুঝা যায়, অর্থাৎ মছিহ (আঃ) এর স্বাস্থ্য তত ভাল হইবে না। মির্জ্জা ছাহেব এইরূপ দুনিয়ার সমস্ত বিষয়ের তা'বির করিতে লাগিলেন, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব একটি কথা বাকি রাখিয়াছেন, উহা এই, তা'বিরের কেতাবে লিখিত আছে, যদি কেহ হজরত ইছা (আঃ) কে স্বপ্নে দেখে, তবে ইহার অর্থ এই হয় যে, সে ব্যক্তি বিদেশ যাত্রা করিবে। এক্ষেত্রে যদি উক্ত হাদিছটি হজরতের স্বপ্ন হয়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, হজরত নবি (ছাঃ) বিদেশ যাত্রা করিবেন, ইহাতে হজরত মছিহ (আঃ) এর নাজিল হওয়া প্রমাণিত হইবেনা, কাজেই মির্জ্জা ছাহেবের মছিহিয়েতের দাবি সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল।

সপ্তম হাদিছে আছে, হজরত ইছা (আঃ) দাজ্জাল হত্যা করিয়া ফেলিলে তিনি দলসহ আল্লাহতায়ালার আদেশে তুর

পর্ব্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন, ইয়াজুজ ও মাজুজের দল প্রথমে তিবরিয়া উপসাগরের সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে, শেষ দল তথায় পানির চিহ্ন পাইবে না। তাহারা বয়তুল মোকাদ্দছের পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলে, হজরত ইছা (আঃ) এর দোয়াতে তাহাদের গ্রীবাদেশে এক প্রকার কীট প্রেরীত হইবে, ইহাতে তাহারা সমস্তই একেবারে মরিয়া যাইবে। তৎপরে এক প্রকার বৃহৎ পক্ষীদল আসিয়া তাহাদের লাশ উঠাইয়া লইয়া কোন স্থানে নিক্ষেপ করিবে। মুছলমানেরা তাহাদের তীর ও তীরদান সাত বৎসর জ্বালান কাষ্ঠ করিবেন

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ২৮৬।২৮৮।২৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ ইংরেজ ও রুসিয়া এই দুই জাতি; কিন্তু ইহা যে বাতীল ব্যাখ্যা, তাহা প্রত্যেক কোর-আন হাদিছ তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি অবগত আছেন। কোর-আন শরিফে আছে যে, হজরত জোলকারনাএন (আঃ) তাহাদিগকে প্রাচীর দ্বারা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ ও রুসিয়া জাতিদ্বয় প্রাচীর দ্বারা অবরুদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয় তাহারা তীর দ্বারা যুদ্ধ করিবেন, ইহা কি সুশিক্ষিত ইউরোপিয়ান জাতির যুদ্ধের সম্বল? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ইংরেজ ও রুস ইয়াজুজ ও মাজুজ নহে।

যদি মির্জ্জা সাহেবের কথা স্বীকার করিয়া উক্ত জাতিদ্বয়কে ইয়াজুজ ও মাজুজ বলা হয়, তবে আমি মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মির্জ্জা ছাহেব কি তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন?

তিনি কি দোয়া করিয়া ইংরেজ ও রুস জাতিদ্বয়কে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন?

তাহাদের লাশগুলি কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পক্ষী উঠাইয়া লইয়া অন্যত্রে ফেলিয়া দিয়াছে?

তাহাদের তীর ও তীরদানগুলি কত দিবসের জ্বালান কাষ্ঠ হইয়াছে ?

ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মির্জ্জা ছাহেব প্রতিশ্রুত মছিহ কিছুতেই হইতে পারেন না এবং তাহার ঐরূপ ব্যাখ্যাও বাতীল।

৮ম হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত মছিহ (আঃ) এর মৃত্যুর পরে একটি বায়ু প্রবাহিত হইবে, ইহাতে সমস্ত ইমানদার মরিয়া যাইবে, কেবল বদলোকেরা থাকিবে, তাহারা গর্দ্ধভের ন্যায় লোকের সাক্ষাতে স্ত্রী সঙ্গম করিবে।

মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, মির্জ্জা সাহেব যদি মছিহ হইতেন, তবে তাহার মৃত্যুর এতদিবস পরেও ইমানদারেরা মরিয়া গেলেন না কেন ? এবং লোকেরা মনুষ্যের সাক্ষাতে স্ত্রী-সঙ্গম করেনা কেন ?

উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেব কিছুতেই প্রতিশ্রুত মছিহ হইতে পারেন না।

প্রশ্ন

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৯২।৯৩ পৃষ্ঠায় ও তওজিহেমারামের ৪৫।৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম বোখারী একটি হাদিছে লিখিয়াছেন যে, মছিহ তোমাদের এমাম এবং তোমাদের মধ্যে হইতে হইবেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে, তিনি ইছরাইলি বংশধর ইছা নহেন।

দ্বিতীয় তিনি লিখিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) হজরত ইছা (আঃ) কে মে'রাজের রাত্রে লাল রঙের চেহারাধারী দেখিয়াছিলেন, আর যে মছিহ দাজ্জাল হত্যা করিতে দুনইয়াতে নাজিল হইবেন, হজরত (ছাঃ) তাঁহার চেহারা গন্দম রঙের বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, উভয় মছিহ এক নহে।

আমাদের উত্তর

মেশকাতের ৪৮০ পৃষ্ঠায় ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটি হাদিছ আছে, মির্জ্জা ছাহেব উক্ত হাদিছের অর্থ বিকৃত করিয়া এইরূপ বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এস্থলে আমি হাদিছটি উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ লিখিতেছি;—

كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم فيكم و امامكم منكم

"তোমাদের কি (আনন্দময়) অবস্থা হইবে যে সময় তোমাদের মধ্যে মরয়েমের পুত্র নামিয়া আসিবেন, অথচ তোমাদের—এমাম তোমাদের মধ্য হইতে (কোরাএশ বংশধর) হইবেন।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মছিহ মরয়েমের পুত্র এছরাইলি নবি হইবেন, ইনি কিছুতেই মির্জ্জা গোলাম মোরতজার পুত্র গোলাম আহমেদ নহেন। মেশকাতে উহার পরেই ছহিহ মোছলেমের এই হাদিছটি আছে;—

لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة *

"সর্ব্বদা আমার উম্মতের মধ্যে একদল সত্যের উপর যুদ্ধ করিবেন, কেয়ামত অবধি প্রবল থাকিবেন, এমতাবস্থায় মরয়েমের পুত্র ইছা নামিয়া আসিবেন, তখন উক্ত যোদ্ধা সম্প্রদায়ের আমির বলিবেন, আপনি আসুন, আমাদের নামাজ পড়ান, ইহাতে তিনি বলিবেন, না, নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এইহেতু আপনাদের কতক অন্য দলের আমির হইবেন।" এই হাদিছে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মছিহ মরয়েমের পুত্র ইছা—ইছরাইলি নবী—হইবেন, তিনি এই নবির

উম্মত হইবেন না. এই হেতু তিনি এই উম্মতের আমিরের পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন, আরও বুঝা যাইতেছে যে. যুদ্ধকারী দলের নেতা এমাম হইবেন. অন্য হাদিছে এমাম মাহদী বলিয়া উক্ত আমিরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি কথা বুঝা যাইতেছে. প্রথম এই যে. মির্জ্জা ছাহেব হাদিছের অর্থে বলিয়াছিলেন যে. মছিহ এই উম্মতের লোক হইবেন, ইহা বাতীল অর্থ। দ্বিতীয় মির্জ্জা ছাহেব মাহদী হইতে পারেন না. যেহেতু মাহদী হইতে গেলে জেহাদকারী হইতে হইবে।

এবনো মাজা একটি হাদিছে অবিকল ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে লিখিত আছে, নামাজ শেষ করিয়া ইছা (আঃ) বলিবেন, তোমরা দরওয়াজা খুলিয়া দাও. উহার পশ্চাতের দিকে ৭০ সহস্র অস্ত্রধারী য়িহুদী ও দাজ্জাল থাকিবে. ইছা (আঃ) উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে সঙ্কুচিত অবস্থায় পলায়ন করিতে থাকিবে. তিনি বলিবেন, তুমি আমার আঘাত হইতে নিস্তার পাইবে না, তিনি তাহাকে লুদ্দ নামক দরওয়াজার নিকট হত্যা করিবেন, তখন আল্লাহ য়িহুদীদিগকে পরাজিত করিবেন, য়িহুদীরা যে স্থানে লুক্কায়িত হইবে, সেই স্থানে, তরুর প্রস্তর, চতুস্পদ জন্তুরাও বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইয়া বলিবে, হে মুছলমানেরা, এই সেই য়িহুদী, তোমরা ইহাকে হত্যা কর।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, হজরত মছিহ ইছরাইলি হইবেন এবং তিনি য়িহুদিদের বিরাট বাহিনী ও দাজ্জালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিবেন।

যে মির্জ্জা ছাহেব জেহাদের ভয়ে ত্রাসিত, কেবল কাগজের ঘোড়ার উপর আরোহন করিয়া খেয়ালি সৈন্য সাজিয়া ছিলেন, তিনি কখনও মছিহ নহেন।

চিনিতে পারিবে, কেননা তিনি মধ্যম কদের লাল ও শ্বেতবর্ণ সংযুক্ত ব্যক্তি।"

পাঠক, হজরত ইছা (আঃ) লাল ও শ্বেতবর্ণ সংযুক্ত ছিলেন, ইহাকেই গন্দম রং বিশিষ্ট বলা হয়, যদি উহাকে লাল রং বলি, তাহাও ঠিক হইবে। মির্জ্জা ছাহেব এতটুকু না বুঝিয়া দাবি করিয়াছেন যে, মছিহ নাছিরির রং লাল এবং দাজ্জাল হত্যাকারী মছিহ গন্দমের ন্যায় বর্ণধারী হইবেন, ফলে এইরূপ হুলইয়ার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার দাবি ভ্রান্তিমূলক।

শামায়েলে তেরমেজি,—

كان رسول الله صلعم اسمر اللون

"হজরত নবি (ছাঃ) গন্দম বর্ণের ছিলেন।"

আরও মেশকাত, ৫১৭ পৃষ্ঠা;—

كان رسول الله صلعم مشربا حمرة

"হজরত নবি (ছাঃ) লাল ও শ্বেতবর্ণ সংযুক্ত ছিলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে হজরত ইছা ও নবি (ছাঃ) এর রঙের সম্বন্ধে একই প্রকার কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেব আমাদের নবি (ছাঃ) কে কয় ভাগে বিভক্ত করিবেন?

প্রশ্ন

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ৯৯।৮৫।৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ছহিহ হাদিছে হজরত মছিহ (আঃ) এর নাজিল হওয়ার কথা আছে, কিন্তু 'আছমান হইতে' নাজিল হওয়ার কথা নাই, যেরূপ কোর-আন শরিফের ছুরা হাদিদ ও জোমারে লৌহ ও চতুষ্পদ নাজিল হওয়ার কথা আছে। ছুরা তালাকে নবি (ছাঃ) এর নাজিল হওয়ার কথা আছে, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে,

এস্থলে আত্মিক নাজিল হওয়া ও পয়দা হওয়া অর্থ হইবে।

আমাদের উত্তর

এমাম বয়হকি কেতাবোল আছমা অছছেফাতের ৩০১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

كيف انتم اذا نزل فيكم ابن مريم من السماء

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের অবস্থা কিরূপ হইবে—যখন তোমাদের মধ্যে আছমান হইতে এবনোমারইয়াম নাজিল হইবেন।"

এই হাদিছে স্পষ্ট 'আছমান হইতে' শব্দ আছে।

ছুরা হাদিদে এই আয়ত আছে ;—

و انزلنا الحديد

"এবং আমি লৌহ নাজিল করিয়াছি।"

তফছিরে-কবির, ৮।১০১ পৃষ্ঠা ;—

عن ابن عباس نزل آدم من الجنة و معه خمسة اشياء من الحديد و يدل على صحة هذا ما روي ابن عمر انه عليه الصلاة و السلام قال ان الله انزل اربع بركات من السماء الى الارض انزل الحديد و النار و الماء و الملح ★

"(হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আদম (আঃ) বেহেশত হইতে নাজিল হইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে লৌহের পাঁচটি জিনিষ ছিল। ইহা ছহিহ হওয়ার প্রমাণ এই যে, এবনো-ওমার রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ আছমান হইতে জমিনে চারিটি বরকত নাজিল করিয়াছেন—লৌহ, অগ্নি, পানি ও লবণ।"

ছুরা জোমারে আছে ;—

و انزل لكم من الانعام ثمنية ازواج

"এবং তিনি তোমাদের জন্য "চতুষ্পদ" হইতে আটটি নাজিল করিয়াছেন।"

তফছির-কবির. ৮।২২৪ পৃষ্ঠ ;—

الثالث انه تعالى خلقها فى الجنة انزلها الى الارض

"তৃতীয় এই যে. নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা উক্ত পশুদিগকে বেহেশতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি উহাদিগকে জমিনে নাজিল করিয়াছিলেন।

ছুরা আ'রাফে আছে;—

يا بنى آدم قد انزلنا عليكم لباسا

"হে আদম সন্তানগণ. নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর পরিচ্ছদ—নাজিল করিয়াছি।"

তফছির-কবির, ৪।২০১ পৃষ্ঠা;—

انه تعالى لما بين انه امر ادم و حواء بالهبوط الى الارض و جعل الارض لهما مستقرا بين بعده انه تعالي انزل كل ما يحتاجون اليه فى الدين و الدنيا و من جملتها اللباس الذي يحتاج اليه فى الدين و الدنيا

"যখন আল্লাহতায়ালা আদম ও হাওয়াকে জমিতে নামিয়া যাইতে হুকুম করিলেন এবং উভয়ের অবস্থিতি স্থল জমি স্থির করিলেন, তৎপরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা দীন ও দুনইয়ার আবশ্যকীয় প্রত্যেক বিষয় নাজিল করিলেন. তন্মধ্যে পরিচ্ছদ (নাজিল করিলেন) যাহা দীন ও দুনইয়ার আবশ্যকীয় বিষয় ছিল।"

ছুরা তালাকে আছে; —

قد انزل الله اليكم ذكرا ٥ رسولا

তফছিরে কবিরের ৮।:৬২ পৃষ্ঠায় উহার এইরূপ অর্থ লিখিত আছে;—

انزل الله اليكم ذكرا و ارسل رسولا - قال فى الكشاف رسولا هو جبرئيل عليه السلام ●

এমাম রাজি বলিয়াছেন, 'রাছুলা' رسولا শব্দের পূর্ব্বে ارسل শব্দ উহ্য (মহজুফ) হইয়াছে, এস্থলে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে:- নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নিকট কোর-আন নাজিল করিয়াছেন এবং রাছুল প্রেরণ করিয়াছেন। কাশ্শাফে আছে, রাছুল শব্দের অর্থ জিবরাইল (আ:), এস্থলে আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে;— "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নিকট জেকরকারী রাছুল (জিবরাইল) নাজিল করিয়াছেন।" উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমোক্ত তিনটি আয়তে 'নজুল' শব্দের অর্থ আছমান কিম্বা বেহেশত হইতে নামিয়া আসা। চতুর্থ আয়তে হজরত নবি (আ:) এর নাজিল হওয়ার দাবি বাতীল। ইহাতে মির্জ্জা ছাহেবের বড় দলীল রদ হইয়া গেল।

দ্বিতীয় তেরমেজি শরিফের ২৪৭ পৃষ্ঠায় আছে;—

اذهبط عيسى ابن مريم

"হঠাৎ ইছা বেনে মরয়েম নামিয়া আসিবেন।" এই হাদিছে هبوط 'হবুত' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহার অর্থ উচ্চস্থান হইতে নিম্নে নামিয়া আসা। ইহাতে নজুল শব্দের অর্থ 'আছমান হইতে নামিয়া আসা' নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে।

তৃতীয় কোন ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা তাবেয়ি, এমাম মোজতাহেদ ও মোহাদ্দেছ এই হাদিছের 'নজুল' শব্দের অর্থ মির্জ্জা সাহেবের ন্যায় রুহানি নজুল গ্রহণ করেন নাই, কাজেই তাঁহার এইরূপ অভিনব কল্পিত মত যে একেবারে বাতিল হইবে, ইহাতে কোন বিবেক সম্পন্ন লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে না।

চতুর্থ ছহিহ মোছলেমের হাদিছে আছে, মছিহ (আ:) দুই খণ্ড রঞ্জিন বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার স্কন্ধে হস্ত

রাখিয়া নাজিল হইবেন। যদি মির্জ্জা ছাহেবের মতানুযায়ী নজুল শব্দের অর্থ পয়দা হওয়া গ্রহণ করা হয়, তবে হাদিছের এইরূপ অর্থ হইবে—হজরত মছিহ দুইখানা রঙ্গিন বসন পরিহিত অবস্থায় দুইজন ফেরেশতার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া পয়দা হইবেন, ইহা একেবারে অর্থ শূন্য কথা।

পঞ্চম, নজুল শব্দের হকিকি অর্থ উপর হইতে নীচে নামিয়া আসা, হকিকি অর্থ অসম্ভব না হইলে, মাজাজি অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারেনা, এস্থলে যখন হকিকি অর্থ অসম্ভব নহে, তখন মাজাজি অর্থ গ্রহণ করা জায়েজ হইতে পারে না।

প্রশ্ন

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১০৮।১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মালাখি পুস্তকের ৪ অধ্যায় ৫ পদে আছে, আমি এলিয় ভাববাদিকে প্রেরণ করিব। য়িহুদীরা তাহার আগমনের প্রতীক্ষা করিত, কিন্তু হজরত ইছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, এহইয়া নবী সেই এলিয় নবির ظلی জিল্লি ও مثالی মেছালি ওজুদের সহিত আসিয়াছেন, অর্থাৎ হজরত এহইয়া নবি রুহানি খাছিএতের হিসাবে এলিয়নবির তুল্য। সেইরূপ মুসলমানেরা হজরত ইছা (আঃ) এর নাজিল হওয়ার ধারণা করিয়া থাকেন, ইহার অর্থ এই যে, রুহানি গুণাবলীর হিসাবে একজন লোক হজরত ইছা (আঃ) এর তুল্য আসিবেন, প্রকৃত হজরত ইছা (আঃ) আসিবেন না।

আমাদের উত্তর

মির্জ্জা ছাহেব চশমায়-মছিহির ১২।১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

جن کتابوں کا نام عیسائی لوگ تاریخی کتابیں

رکھتے ہیں یا آسمانی وحی کہتے ہیں یہ تمام ہی
بنیاد باتیں ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں اور کوئی
کتاب ان کی شکوک و شبہات کے گند سے خالی نہیں
اور جن کتابوں کو وہ جعلی اور فرضی کہتے ہیں
ممکن ہے کہ وہ جعلی نہ ہوں اور جن کتابوں کو وہ
صحیح مانتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جعلی ہوں □

"খৃষ্টানেরা যে কেতাবগুলিকে ইতিহাস নামে অভিহিত করেন কিম্বা আছমানি অহি বলিয়া থাকেন, এই সমস্ত অমূলক কথা, তৎসমূদয়ের কোন প্রমাণ নাই। তাহাদের কোন কেতাব সন্দেহ শূন্য নহে। তাহারা যে কেতাবগুলিকে জাল ও কল্পিত বলিয়া থাকেন ইহাও সম্ভব যে, সেইগুলি জাল নহে, আর তাহারা যে কেতাবগুলিকে ছহিহ বলেন, ইহাও সম্ভব যে, সেই-গুলি জাল হয়।"

মির্জ্জা সাহেব এইরূপ জাল কেতাবের কথা লইয়া মোছলমানদিগের কোর-আন ও হাদিছের সমক্ষে দলীলরূপে পেশ করিয়া থাকেন, ইহা বড়ই বিস্ময়কর বিষয়।

মথির ১১ অধ্যায় ১৪ পদে আছে;—"আর তোমরা যদি এই কথা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হও, তবে যে এলিয়ের আগমন হইবে, সে এই ব্যক্তি।"

ইহা হজরত ইছা (আঃ) এর কথা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যোহনের ১ম অধ্যায়ের ১৯।২১ পদে আছে;—

"আর যোহনের দত্ত সাক্ষের বিবরণ এই। আপনি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যে সময়ে য়িহুদিগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয় লোককে যিরুশালেম হইতে তাহার কাছে পাঠাইল। তৎকালে সে অস্বীকার না করিয়া স্বীকার করিল, অর্থাৎ আমি খৃষ্ট নহি, ইহা স্বীকার করিল, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,

তবে আপনি কে? কি এলিয়? সে কহিল না। তবে আপনি কি সেই ভাববাদী? সে উত্তর করিল, না।"

এক্ষণে মির্জ্জা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, মছিহ (আঃ) এহইয়া (আঃ) কে এলিয় বলিতেছেন, কিন্তু এহইয়া (আঃ) নিজেকে এলিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই, এক্ষণে কোন্ নবির কথা সত্য? মথি ও যোহন এই উভয় পুস্তকের কোনটি সত্য?

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, উভয় নবি সত্যবাদী, কিন্তু ঘটনাটি জাল। মির্জ্জা সাহেব যে ঘটনা লইয়া মহা হৈ চৈ করিয়া বহু কালি কাগজ ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার সেই পর্ব্বত তুল্য অচল দলীল ধুনিত লোমের ন্যায় উড়িয়া চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রশ্ন ;—

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, কেহ এই মৃন্ময় দেহ সমেত শৈত্যস্তরে পৌঁছিতে পারে না, বরং উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে তথাকার বায়ুর জন্য কেহ জীবন ধারণ করিতে পারে না, এক্ষেত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যস্তরে মানবের সশরীরে উপস্থিত হওয়া কত বড় বাতীল কথা? তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে পৃথিবী হইতে ৩০ কিম্বা ৪০ সহস্র ফুটের উর্দ্ধে কোন ব্যক্তি পৌঁছিলে, মরিয়া যায়। আরও তিনি উহার ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদি হজরত মছিহ (আঃ) এর সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হওয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাঁহার সশরীরে আছমান হইতে নামিয়া আসিয়া প্রমাণিত হইবে।

আমাদের উত্তর

মির্জ্জা ছাহেব বাইবেলকে খুব মানিয়া থাকেন, দ্বিতীয় রাজাবলীর ২য় অধ্যায়ের ১১ পদে আছে। ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল এবং এলিয় ঘুর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহন করিল।"

কোর-আন শরীফে আছে :—

و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الارض مستقر و متاع الى حين ●

"এবং আমি বলিলাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে অবস্থিতি কর এবং উক্ত বেহেশতের যে স্থানে ইচ্ছা কর শান্তি সহ তোমরা ভক্ষণ কর এবং তোমরা এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না, ইহাতে তোমরা অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইবে। তৎপরে শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে পদস্খলিত করিল, পরে তাহারা যে স্থানে ছিলেন তথা হইতে তাহাদিগকে সে বাহির করিয়া দিল এবং আমি বলিলাম, তোমরা নামিয়া যাও, তোমাদের একে অন্যের শত্রু হইবে, এবং তোমাদিগকে এক জামানা পর্য্যন্ত জমিতে অবস্থিতি ও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।"

এই আয়েতে বুঝাইতেছে যে, হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) সশরীরে আছমান হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

ایلیا کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا سلاطین باب دوم آیت ۱۱ میں مندرج ہے ●

আমাদের উত্তর

মির্জ্জা ছাহেব বাইবেলকে খুব মানিয়া থাকেন, দ্বিতীয় রাজাবলীর ২য় অধ্যায়ের ১১ পদে আছে। ইতিমধ্যে অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গারোহন করিল।"

কোর-আন শরীফে আছে :—

و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم فى الارض مستقر و متاع الى حين •

"এবং আমি বলিলাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশতে অবস্থিতি কর এবং উক্ত বেহেশতের যে স্থানে ইচ্ছা কর শান্তি সহ তোমরা ভক্ষণ কর এবং তোমরা এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না, ইহাতে তোমরা অত্যাচারীদিগের অন্তর্গত হইবে। তৎপরে শয়তান তাহাদিগকে তথা হইতে পদস্খলিত করিল, পরে তাহারা যে স্থানে ছিলেন তথা হইতে তাহাদিগকে সে বাহির করিয়া দিল এবং আমি বলিলাম, তোমরা নামিয়া যাও, তোমাদের একে অন্যের শত্রু হইবে, এবং তোমাদিগকে এক জামানা পর্য্যন্ত জমিতে অবস্থিতি ও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে।"

এই আয়েতে বুঝাইতেছে যে, হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) সশরীরে আছমান হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

ایلیا کا جسم کے ساتھہ آسمان پر جانا سلاطین باب دوم آیت ۱۱ میں مندرج ہے •

"রাজাবালী পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ আয়তে এলিয়ের সশরীরে আছমানে যাওয়ার কথা আছে।"। এক্ষণে আমরা মিজ্জাযী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, যখন হজরত এলীয় নবি সশরীরে আছমানে গিয়াছিলেন এবং হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) সশরীরে আছমান হইতে জমিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তখন হজরত মছিহ (আঃ) এর সশরীরে আছমানে যাওয়া ও আছমান হইতে জমিতে আসা অসম্ভব হইবে কেন?

যদিও বৈজ্ঞানিকদিগের মত স্বীকার করিয়া বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি ৪০ সহস্র ফুট উচ্চ স্থানে স্বেচ্ছায় গমন করিতে পারে না এবং জীবিত থাকিতে পারে না, তবু খোদাতায়ালা যাহাকে তথায় লইয়া যাইতে ও জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে উহা অসম্ভব হইবে কেন?

বাইবেলে আছে যে, হজরত নুহ (আঃ) এর জাহাজ ৭০ সহস্র ফুটের অধিক উচ্চে উঠিয়াছিল, উহাতে বিবিধ প্রকারের পশু ছিল, তাহারা কেন জীবিত ছিলেন? নুতন দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ এক মিনিটে এক কোটি বিশ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ এক মিনিটে ৫ শত বার পৃথিবীর চারিদিক পরিভ্রমণ করিতে পারে। চার্ল্‌চ ছাহেব লিখিয়াছেন, কতক লেজধারী নক্ষত্র এত বড় যে, কেবল উহার লেজটি তিন কোটি ৩০ লক্ষ মাইল লম্বা এবং উহার গতি এক ঘণ্টায় ৮ লক্ষ ৮০ সহস্র মাইল হইয়া থাকে।

হজরত নবি (ছাঃ) এর অতি অল্প সময়ে আরশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা কিছুতেই অসম্ভব নহে। অগ্নির মধ্যে অতি দ্রুতভাবে বার বার অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিলে, কোন ক্ষতি হয় না, ইহা চাক্ষুষ ঘটনা। হজরত নবি (ছাঃ) ও মছিহ (আঃ) এর দেহ উল্লিখিত ভাবে অতি দ্রুত গতিতে শৈত্যাস্তর ও অগ্নি-

"রাজাবালী পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১ আয়তে এলিয়ের সশরীরে আছমানে যাওয়ার কথা আছে।"। এক্ষণে আমরা মির্জ্জায়ী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, যখন হজরত এলীয় নবি সশরীরে আছমানে গিয়াছিলেন এবং হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) সশরীরে আছমান হইতে জমিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন, তখন হজরত মছিহ (আঃ) এর সশরীরে আছমানে যাওয়া ও আছমান হইতে জমিতে আসা অসম্ভব হইবে কেন?

যদিও বৈজ্ঞানিকদিগের মত স্বীকার করিয়া বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি ৪০ সহস্র ফুট উচ্চ স্থানে স্বেচ্ছায় গমন করিতে পারে না এবং জীবিত থাকিতে পারে না, তবু খোদাতায়ালা যাহাকে তথায় লইয়া যাইতে ও জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে উহা অসম্ভব হইবে কেন?

বাইবেলে আছে যে, হজরত নূহ (আঃ) এর জাহাজ ৭০ সহস্র ফুটের অধিক উচ্চে উঠিয়াছিল, উহাতে বিবিধ প্রকারের পশু ছিল, তাহারা কেন জীবিত ছিলেন? নূতন দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, জ্যোতিঃ এক মিনিটে এক কোটি বিশ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। বিদ্যুৎ এক মিনিটে ৫ শত বার পৃথিবীর চারিদিক পরিভ্রমণ করিতে পারে। চার্লছ ছাহেব লিখিয়াছেন, কতক লেজধারী নক্ষত্র এত বড় যে, কেবল উহার লেজটি তিন কোটি ৩০ লক্ষ মাইল লম্বা এবং উহার গতি এক ঘণ্টায় ৮ লক্ষ ৮০ সহস্র মাইল হইয়া থাকে।

হজরত নবি (ছাঃ) এর অতি অল্প সময়ে আরশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা কিছুতেই অসম্ভব নহে। অগ্নির মধ্যে অতি দ্রুতভাবে বার বার অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাহির করিলে, কোন ক্ষতি হয় না, ইহা চাক্ষুষ ঘটনা। হজরত নবি (ছাঃ) ও মছিহ (আঃ) এর দেহ উল্লিখিত ভাবে অতি দ্রুত গতিতে শৈত্যাস্তর ও অগ্নি-

স্তর অতিক্রম করিয়া আছমানে উপস্থিত হওয়ায় উক্ত পবিত্র দেহের কোন ক্ষতি না হওয়া অসম্ভব নহে। কোর-আন শরিফে আছে,—খোদাতায়ালা হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর জন্য অগ্নিকে শীতল করিয়া দিয়াছিলেন।

সেই খোদাতায়ালা শৈত্যাস্তর ও অগ্নিস্তরের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কেন হজরত নবি (ছাঃ) ও হজরত মছিহ (আঃ) কে সশরীরে আছমানে লইয়া যাইতে পারিবেন না?

প্রশ্ন;—

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

باوجوديكه آنحضرت كى رفع جسمي كے بارے ميں يعنے اسبارہ ميں كه وہ جسم كے سميت شب معراج ميں آسمان كيطرف اتھائے گئے تھے تقريبا تمام صحابه كا يہى اعتقاد تھا.... پھر بھي حضرت عايشه رضي الله عنها اس بات كو تسليم نہيں كرتيں اوركہتى ہيں كه وہ ايک رويا صالحه تھى *

"হজরত নবি (ছাঃ) এর মে'রাজের রাত্রে সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হওয়া সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত ছাহাবার বিশ্বাস ছিল, ইহা সত্ত্বেও হজরত আয়েশা (রাঃ) এই কথা মান্য করিতেন না এবং বলিতেন যে, উহা একটি সত্য স্বপ্ন ছিল।

আমাদের উত্তর,

কোর-আন শরীফে আছে:—

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من ايتنا

"উক্ত খোদা পাক (নির্দ্দোষ) যিনি নিজের বান্দাকে এক-

রাত্রে মছজিদোল হারাম হইতে মছজিদোল আকছা (বয়তুল-মোকাদ্দছ) পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন—যাহার চতুর্দ্দিকে আমি বরকত দিয়াছি, এই হেতু যে, আমি তাহাকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করি।”

এই আয়াতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আল্লাহ হজরতকে সশরীরে চৈতন্যাবস্থায় মে'রাজে লইয়া গিয়াছিলেন।

এইরূপ বহু হাদিছে হজরতের সশরীরে চৈতন্যাবস্থায় মে'রাজে গমন করার কথা আছে।

ছহি বোখারির ১।৫৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

عن ابن عباس قوله تعالى و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الافتنة للناس قال هي رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة اسرى به الى بيت المقدس و ما جعلنا الرؤيا التى اريناك الافتنة للناس ★

“(হজরত) এবনো আব্বাছ (রাঃ) এই আয়তের তফছিরে বলিয়াছেন, উহা চাক্ষুষ দর্শন যাহা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে উক্ত রাত্রে প্রদর্শন করান হইয়াছিল—যে রাত্রে তাঁহাকে বয়তুল মোকাদ্দছে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।”

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল আওহামের ৪৬০ পৃষ্ঠায় যে হজরত এবনো-আব্বাছের খুব প্রশংসা করিয়াছেন, তিনিই কোর-আনের আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মে'রাজ চৈতন্যাবস্থায় হইয়া ছিল, মির্জ্জা ছাহেব এস্থলে তাঁহার এবং সমস্ত ছাহাবার মত ত্যাগ করিলেন কেন?

তফছিরে দোরে'ল-মনছুরে আছে;—

اخرج الحاكم وصححه و ابن مردويه و البيهقي فى الدلائل عن عايشة رض قالت لما اسرى بالنبي صلى الله عليه و سلم الى المسجد الاقصى اصبح يحدث الناس

بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به و صدقوه و سعوا بذلك الى ابي بكر رض فقالوا هل لك في صاحبك يزعم انه اسرى به الليلة الى بيت المقدس او قال ذلك قالوا نعم قال لئن قال ذلك لقد صدق قالوا فتصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس و جاء قبل الصبح قال نعم اني لا صدقه بما هوا بعد من ذلك *

হাকেম, এবনো-মারদাওয়হে এবং দালায়েল কেতাবে বয়হকী (হজরত) আএশা (রঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন এবং হাকেম উহা ছহিহ বলিয়াছেন, (হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে রাত্রে (হজরত) নবি (ছঃ) কে মছজিদে আকছাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তিনি প্রভাত হইলে লোকদিগের সহিত উহা বর্ণনা করিলেন, ইহাতে একদল ইমানদার মোরতাদ্দ হইয়া যায় এবং (হজরত) আবুবকরের (রাঃ) নিকট অভিযোগ করিয়া বলিয়াছিল, আপনি কি আপনার সহচরের (নবির) উপর বিশ্বাস করিতে চান, তিনি বলিতেছেন, তিনি অদ্য রাত্রে বয়তুল-মেকাদ্দছে নীত হইয়াছিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি কি এইরূপ বলিয়াছেন? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, যদি তিনি উহা বলিয়া থাকেন, তবে সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, তিনি অদ্য রাত্রে বয়তুল মোকাদ্দছে গিয়া প্রভাতের পূর্ব্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। হজরত আবুবকর বলিলেন, আমি ইহা অপেক্ষা সমধিক দুরুহ কথাকে বিশ্বাস করিয়া থাকি।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত আএশা (রাঃ) হজরতের চৈতন্যাবস্থায় সশরীরে মে'রাজে গমন করার মত ধারণ করিতেন।

দ্বিতীয় যদি মে'রাজ স্বপ্ন হইত, তবে লোকে ইহা অবিশ্বাস করিয়া কেন কাফের হইয়া যাইত?

হজরত আএশা হইতে বর্ণিত আছে:—

ما فقدت جسد رسول الله صلعم و لكن الله اسرى بروحه

"আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর শরীরকে হারাই নাই, বরং আল্লাহ তাঁহার রুহকে লইয়া গিয়াছিলেন।" খাফাজি শেফার টীকায় অন্য রেওয়ায়েতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:—

ما فقد جسد رسول الله صلعم

"রাছুল (ছঃ) এর শরীর অদৃশ্য (গোম) হয় নাই।"

শেফায় কাজি এয়াজে আছে, এই হাদিছটি মোহাদ্দেছগণের মতে ছহিহ নহে।

আল্লামা জারকানি 'মাওয়াহেবে-লাতুন্নি'র টিকায় লিখিয়াছেন, এই হাদিছের ছনদ মোনকাতা এবং উহার রাবি অপরিচিত।

এবনো দেহইয়া 'তনবিরে' লিখিয়াছেন, এই হাদিছটি জাল। যে সময় হজরতের মে'রাজ হইয়াছিল, সেই সময় হজরত আয়েশার নিকাহ হইয়াছিল না, কাজেই উক্ত রেওয়াএত মিথ্যা হইবে। মূল কথা, সমস্ত ছাহাবার মতে হজরত সশরীরে মে'রাজে গমন করিয়াছিলেন।

হজরতের সশরীরে মে'রাজ গমন করা সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ি তাবা-তাবিয়ি, এমাম মোজতাহেদ ও মোহাদ্দেছের মত, কাজেই হজরত ইছা (আঃ) এর সশরীরে আছমানে গমন করা অসম্ভব হইবে কেন?

এমাম জালালদ্দিন ছইউতি শরহোছছুদুরের ১৭৩।১৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

এমাম ইয়াফি কেফায়াতোল-মোতাকেদ কেতাবে লিখিয়াছেন, শেখ ওমার বেনে ফারেজ একজন অলিউল্লাহর জানাজায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জানাজার পরে তিনি দেখিলেন যে, সবুজ বর্ণের এত পক্ষী উপস্থিত হইয়াছে যে, শূন্যপথ আছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, একটি বড় পক্ষী উক্ত অলির লাশকে গিলিয়া

ফেলিয়া উড়িয়া গেল। শেখ ওমার অবাক হইতেছিলেন, ইহাতে যে লোকটা শূন্য মার্গ হইতে নামিয়া আসিয়া জানাজায় শরীক হইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি অবাক হইও না, কেন না শহিদগণের রুহ সবুজ বর্ণের পক্ষিদিগের গলদেশে থাকিয়া বেহেশতে বিচরণ করিয়া থাকে, ইহারা তরবারী দ্বারা শহিদ হইয়া থাকে আর যাহারা মহব্বতের দ্বারা শহিদ হইয়া থাকে, তাহাদের দেহগুলি রুহের ন্যায় হইয়া থাকে। এবনো-আবুদ্দুনইয়া বর্ণনা করিয়াছেন, জায়েদ বেনে-আছলাম বলিয়াছেন, বনি ইছরাইলের মধ্যে এক ব্যক্তি লোকদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া এক পর্ব্বতের গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জামানার লোকেরা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলে, বারিপাত হইত। তাঁহার মৃত্যুর পরে লোকে তাঁহার গোছলের আয়োজন করিতে লাগিলেন; হঠাৎ একখানা পালঙ্গ শূন্যমার্গ হইতে নামিয়া আসিল। একজন লোক উক্ত লাশটিকে সেই পালঙ্গের উপর স্থাপন করা মাত্র উহা উড়িতে উড়িতে লোকদিগের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। আবুনইম, বয়হকি এবনো ছা'দ ও হাকেম ওরওয়া কর্ত্তৃক রেওয়াএত করিয়াছেন, আমের বেনে ফাহিরা হজরত আবুবকরের (রাঃ) র গোলাম ছিলেন, ইনি মাউনার যুদ্ধের দিবস শহিদ হইয়াছিলেন ও আমের বেনে তোফাএল বলিয়াছেন, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, আমের বেনে ফাহিরার লাশ আছমানের দিকে নীত হইয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, ফেরেশতাগণ তাঁহার লাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ইল্লিনে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

আহমদ, আবুনইম ও বয়হকি, খোবাএব বেনে আদিকে আছমানে তুলিয়া লওয়ার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু নইম বলিয়াছেন, যদি কেহ বলে. ইছা (আঃ) কি আছমানে নীত হইয়াছিলেন, তবে আমি বলি, আমার নবি (ছাঃ) এর উম্মতের মধ্যে কয়েক ব্যক্তিকে আছমানে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, তৎপরে তিনি আমের বেনে ফাহিরা, খোবায়েব বেনে আদি ও আলা বেনে খাজারির ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

নাছায়ি, বয়হকি ও তেবরানি উল্লেখ করিয়াছেন, ওহোদের যুদ্ধে হজরত তালহা অঙ্গুলি সমূহের জখমের বেদনায় অস্থির হইয়া 'আহ' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে হজরত বলিয়া ছিলেন যে, হে তালহা যদি তুমি উহা না বলিয়া বিছমিল্লাহ বলিতে, তবে ফেরেশতাগণ তোমাকে লোকের সাক্ষাতে উঠাইয়া লইয়া আছমানের মধ্য পথে পৌঁছাইয়া দিতেন। মূল কথা, মির্জ্জা ছাহেব স্থূল দেহের আছমানে সমুত্থিত হওয়া অসম্ভব মনে করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ইহা অসম্ভব নহে।

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ৮৫।২২৮।৩৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—হজরত ইছা (আঃ) যদি আছমানে সমুত্থিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি খাদ্য ভক্ষণ না করিয়া কিরূপে বাঁচিয়া আছেন ? তিনি মল মূত্র ত্যাগ করেন কোথায় ? নখ চুল কর্ত্তন করিয়া থাকেন কি না ? যদি তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তবে এরূপ অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ হইয়াছেন যে দুনিয়ায় আসিলেও কিছু করিতে পারিবেন না।

আমাদের উত্তর

মির্জ্জা সাহেব এইরূপ বাতীল অনুমান করিয়া খোদার অতুল শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করিতে চাহেন।

কোর-আন শরিফের ছুরা কাহাফে আছে;—

وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوا تِسْعًا ★

"এবং তাঁহারা (আছহাবে কাহাফ) তাহাদের গর্ত্তে ৩ শত আরও নয় বৎসর ছিলেন।"

এক্ষণে মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আছহাবে কাহাফ তিনশত ৯ বৎসর নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন, তাহারা কিছু ভক্ষণ করিয়াছিলেন কি? তাঁহারা মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ছিলেন কি? নখ ও চুল কর্ত্তন করিয়াছিলেন কি?

আরও উক্ত ছুরায় তাঁহাদের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে;—

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ *

"আর সূর্য্য যখন উদিত হয়, তখন তুমি উহাকে তাহাদের গর্ত্তের ডাহিন দিকে ঝুকিতে এবং যখন অস্তমিত হয়, তখন তাহাদের বামদিক অতিক্রম করিতে দেখিবে, আর তাহারা উহার প্রশস্ত ভূমিতে আছে। ইহা আল্লাহতায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত। আল্লাহ যাহাকে পথপ্রদর্শন করেন, সেই পথপ্রাপ্ত হইবে, আর যাহাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তুমি কখনও তাহার পক্ষে কোন পথপ্রদর্শক বন্ধু পাইবে না। আর

তুমি তাহাদিগকে জাগরিত ধারণা করিবে না, অথচ তাহারা নিদ্রিত এবং আমি তাহাদিগকে ডাহিন পার্শ্বে এবং বামপার্শ্বে ফিরাইয়া থাকি।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, তাঁহারা নিদ্রিত অবস্থায় এত দীর্ঘকাল অবধি জীবিত আছেন। কোন কোন হাদিছে আছে যে, তাঁহারা হজরত এমাম মাহদীর সাহার্য্যকারী হইবেন।

এক্ষণে মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা আহার করেন কি না? মলমূত্র ত্যাগ করেন কি না? অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ হইয়াছেন কি না?

হজরত আদম (আঃ) যখন বেহেশতে ছিলেন, তখন মলমূত্র ত্যাগ করিতেন কি?

সন্তান মাতৃগর্ভে আহার করিয়া থাকে, কিন্তু মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে কি?

পরকালে লোকে যখন বেহেশতে থাকিবে, তখন তাহাদের মল-মূত্র ত্যাগ করার আবশ্যক হইবে কি? ছুরা মায়েদাতে আছে;—

আল্লাহ হজরত ইছা (আঃ) এর দোয়াতে আছমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাজিল করিয়াছিলেন। এক্ষণে মির্জ্জায়িদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে আল্লাহতায়ালা হজরত ইছা (আঃ) এর দোয়াতে আছমান হইতে খাদ্য নাজিল করিয়াছিলেন, সেই আল্লাহ হজরত ইছা (আঃ) কে আছমানে খাদ্য প্রদান করিতে পারেন না কি?

মেশকাত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা:—

قال يجزئهم ما يجزئ اهل السماء من التسبيح و التقديس *

"হজরত (ছাঃ) বলিলেন, (যখন খাদ্য দাজ্জালের আয়ত্তা-ধীনে থাকিবে), তখন আছমান বাসিরা যেরূপ তছবিহ ও

তকদিছ দ্বারা জীবিত থাকেন, মুছলমানেরা সেইরূপ উহা দ্বারা জীবিত থাকিবেন।"

আহমদ ও আবু দাউদ তায়ালাছি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যখন মুছলমানগণ দাজ্জাল বাহির হওয়া কালে তছবিহ পাঠ করিয়া জীবিত থাকিবেন, তখন হজরত ইছা (আঃ) আছমানে তছবিহ পাঠ করিয়া কেন জীবিত থাকিবেন না?

হজরত নুহ (আঃ) ১০০০ বৎসর, হজরত ইদরিছ (আঃ) ৯৩০ বৎসর, হজরত শিষ (আঃ) ৯১২ বৎসর ও হজরত লোকমান ২০০০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ হইয়াছিলেন কি?

প্রশ্ন ;—

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—যদি হজরত ইছা (আঃ) আছমানে সমুত্থিত হইয়া থাকেন, তবে বলি, যাহারা আছমানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের মতে উহা গোলাকার পথে আবর্ত্তন করিয়া থাকে, এক্ষেত্রে হজরত ইছা (আঃ) কখন উপরের দিকে এবং কখন নীচের দিকে মহা বিব্রত অবস্থায় থাকিবেন।

আমাদের উত্তর,

যাহাদের মতে জমি ঘুরিতে থাকে, তাহাদের নিকট মির্জ্জা সাহেব একবার উপরের দিকে এবং দ্বিতীয় বার নীচের দিকে ধাবিত হইয়া মহা-বিব্রত হইয়াছিলেন কিনা?

প্রশ্ন

মির্জ্জা সাহেব তওজিহে-মারামের ৯ পৃষ্ঠায় ও এজালাতোল-আওহামের ৩৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

৩০ আয়তের অর্থ, কাফেরেরা বলিতেছিল, তুমি (হে মোহাম্মদ), আছমানে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে দেখাও, তাহা হইলে আমরা ইমান আনিব। ইহাদিগকে বলিয়া দাও, আমার খোদা এই পরীক্ষাস্থলে এইরূপ স্পষ্ট স্পষ্ট নিদর্শন দেখান হইতে পবিত্র. আমি একজন মনুষ্য ব্যতীত নহি।"

এই আয়ত হইতে স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে যে, কাফেরেরা হজরতের নিকট আছমানে আরোহণ করার নিদর্শন প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া হইয়াছিল যে. কোন মাটির দেহকে আছমানে লইয়া যাওয়া খোদার বিধান নহে।"

"যাহা শেষ নবীর জন্য জায়েজ হইল না এবং আল্লাহ-তায়ালার বিধানের বিপরীত, তাহা হজরত ইছা (আঃ) এর জন্য কিরূপে জায়েজ হইতে পারে?

আমাদের উত্তর

মির্জ্জা সাহেব যেরূপ হাদিছগুলির অর্থ বিকৃত করিয়া ইসলামকে ছারেখারে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, সেইরূপ উপরোক্ত কোরআনের আয়তের বিকৃত অর্থ করিয়া মুসলমান-দিগকে ভ্রান্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন।

وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا

مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ

وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ

كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰئِكَةِ

قَبِيْـلًا اَوْ يَكُـوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى

فِى السَّمَاءِ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا

نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ٥

এবং তাহারা (কাফেরেরা) বলিল, আমরা তোমার উপর ইমান আনিব না—যতক্ষণ (না) তুমি আমাদের জন্য জমি হইতে একটি ঝরণা প্রবাহিত কর, কিম্বা তোমার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান হয়, এবং তুমি উহার মধ্যে নদী প্রবাহিত কর, কিম্বা আমাদের উপর আছমান খণ্ড খণ্ড করিয়া নিক্ষেপ কর, যেরূপ তুমি ধারণা করিয়া থাক, কিম্বা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সাক্ষাতে আন, কিম্বা তোমার জন্য একটি স্বুবর্ণের গৃহ হয়, কিম্বা আছমানে আরোহন কর, আর আমরা তোমার আছমানে আরোহণ করাতেও ইমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য একখানা কেতাব আন যাহা আমরা পড়িতে পারি।

"তুমি বল, আমি আমার প্রতিপালকের তছবিহ পড়ি, আমি একজন মনুষ্য ব্যতীত নহি।"

প্রথম ও দ্বিতীয় নম্বর দাবি মো'জেজা হইতে পারে না, তৃতীয় ও চতুর্থ দাবি খোদার বিধানের বিপরীত। ৬ নম্বর দাবি অর্থাৎ হজরতের আছমানে আরোহণ করা সম্ভব দাবি ছিল, কিন্তু তাহারা জানিত যে, হজরতের দ্বারা ইহা সম্ভব হইবে, কাজেই তাহারা উহার সহিত এই সর্ত্ত পেশ করিল যে তোমাকে আমাদের উপর একখানা কেতাব নাজিল করিতে হইবে।

তদুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, তুমি বল, আমি একজন মনুষ্য

ও রাছুল, আল্লাহতায়ালার হুকুম ব্যতীত কোন মো'জেজা প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

ছুরা মো'মেনে আছে;—

وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

"কোন রাছুলের এইরূপ শক্তি নাই যে, আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন প্রকাশ করেন।"

মির্জ্জা সাহেব অনুবাদে উক্ত সর্ত্তটি উল্লেখ না করিয়া আশ্চর্য্য-জনক কারিগিরি করিয়াছেন।

এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোথায় হজরতের পক্ষে আছমানে আরোহন করা অসম্ভব বলিয়া লিখিত আছে? কোন্ স্থানে উহা খোদার বিধানের বিপরীত বলিয়া লিখিত আছে? ইহাতে হজরতের আছমানে আরোহন করা সম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

দ্বিতীয় হজরত ইছা (আঃ) এর মাতা খোদাতায়ালার মনোনীত স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু হজরতের মাতার এইরূপ দরজা লাভ হয় নাই।

হজরত ইছা (আঃ) বিনা পিতা পয়দা হইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের হজরত এরূপভাবে পয়দা হন নাই। হজরত ইছা (আঃ) এর যে ধরণের মো'জেজা ছিল, আমাদের হজরতের সেই ধরণের মো'জেজা ছিল না। হজরত ইছা (আঃ) এর উপর আছমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাজিল হইয়াছিল, কিন্তু আমা-দের হজরতের জন্য ইহা নাজিল হয় নাই।

এক্ষণে মির্জ্জা সাহেব বলিবেন, কি যে, খাতেমোল আম্বিয়ার জন্য যাহা হয়নাই, তাহা হজরত ইছার পক্ষে সম্ভব হইবে কিরূপে?

প্রশ্ন ;—

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল-আওহামের ৩০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদি হজরত ইছা (আঃ) পুনরায় দুনইয়ায় আসেন, তবে হয় তাহার উপর অহিয়ে-নবুয়ত নাজিল হইবে, নাহয় নবুয়ত হইতে বরখাস্ত হইয়া একজন খাঁটি উম্মত হইয়া থাকিবেন, উভয় বিষয় অসম্ভব।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদিও একবার অহি নাজিল হওয়া স্বীকার করা হয় এং কেবল একটি শব্দ হজরত জিবরাইল আনয়ন করিয়া মৌন অবলম্বন করেন, তবু নবুয়ত খতম হওয়ার বিপরীত হইবে, কেননা যখন খতম হওয়ার মোহর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক্ষণে অহিয়ে-রেছালাত পুনরায় নাজিল হইলে অল্প বিস্তর নাজিল হওয়া সমান। যদি খোদাতায়ালার প্রতিশ্রুতি সত্য হয়, আয়তে খাতেমোন্নবিয়িনে যাহা ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে, আর যে হাদিছগুলিতে স্পষ্ট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পরে হজরত জিবরাইলের পক্ষে চিরতরে অহিয়ে নবুয়ত আনয়ন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তবে কোন ব্যক্তি আমাদের নবি (সাঃ) এর পরে রেছালাতের হিসাবে আসিতে পারে না। যদি হজরত মছিহ জীবিত হইয়া আসেন, তবে তিনি রাছুল হইয়া আসিবেন এবং তাঁহার নিকট অহি ও জিবরাইল নাজিল হওয়া জরুরি।

আমাদের উত্তর ,

ছহিহ মোছলেমের হাদিছে আছে যে, তিনি যে সময় নাজিল হইবেন, সেই সময় নবি থাকিবেন। কোর-আন শরিফের খাতে-মোন্নবিয়িনের ও হাদিছের অর্থ এই যে, হজরতের পরে নূতন

নবি পয়দা হইবে না। হজরত ইছা (আঃ) আমাদের হজরতের পূর্ব্বে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি আছমানে থাকাকালে যেরূপ নবি ছিলেন, জমিনে নাজিল হওয়া কালে সেইরূপ নবি থাকিবেন, ইহাতে হজরতের খাতেমোন্নবিয়িন হওয়ার প্রতিবন্ধক হইবে কেন ?

হজরত ইছা (আঃ) জমিনে আগমন কালে শরিয়তে-ইছলামের তাবেদারি করিবেন, তিনি যে জিজইয়া কর উঠাইয়া দিবেন, ইহাও আমাদের হজরতের হুকুম অনুসারে উঠাইয়া দিবেন। দাজ্জাল ও য়িহুদিদের সহিত জেহাদ করিবেন, ইহাও ইছলামের উন্নতির জন্য করিবেন। ইহাতে তাঁহার নবুয়ত বরখাস্ত হইবে কেন ?

ছুরা মায়েদা;—

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ✪

"আমি তওরাত নাজিল করিয়াছি—উহাতে হেদায়েত ও নূর আছে, তদনুসারে (আল্লাহতায়ালার) অনুগত নবিগণ বিচার ব্যবস্থা করিবেন।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মুছা (আঃ) এর পরে অনেক নবী তাঁহার শরিয়তের তাবেদারি করিতেন।

ছুরা ফোরকানে আছে,—

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ★

"আর আমি নিশ্চয় মুছাকে কেতাব দিয়াছি এবং তাহার সহিত তাহার ভ্রাতা হারুণকে উজির স্থির করিয়াছি।"

ছুরা আ'রাফে আছে;—

وَ قَالَ لِاَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِى فِيْ قَوْمِيْ

এবং তিনি নিজের ভ্রাতা হারুণকে বলিলেন, তুমি আমার স্বজাতিদিগের সম্বন্ধে আমার খলিফা থাক।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত হারুণ নবী হজরত মুছা (আঃ) এর শরিয়তের তাবেদারী করিতেন।"

ছুরা ছাফ্ফাতে আছে;—

و ان لو طالمن المرسلين

"এবং নিশ্চয়ই লুত রাছুলগণের অন্তর্গত ছিলেন।"

ছুরা আনকাবুতে আছে;—

فامن له لوط

"তৎপরে লুত উক্ত এবরাহিমের উপর ঈমান আনিলেন।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত লুত (আঃ) হজরত এবরাহিম (আঃ) এর শরিয়তের তাবেদারী করিতেন।

যেরূপ হজরত হারুন ও লুত হজরত মুছা ও হজরত এবরাহিম (আঃ) এর শরিয়তের তাবেদারী করিতেন, ইহা সত্ত্বেও প্রথমোক্ত নবিদ্বয় নবী ছিলেন, সেইরূপ হজরত ইছা (আঃ) আছমান হইতে নাজেল হইয়া খাতেমোল আম্বিয়ার উজির, খলিফা ও তাবেদার হইবেন, ইহা সত্ত্বেও তিনি নবী থাকিবেন, এই হেতু ছহিহ মোছলেমের এক হাদিছে তাঁহাকে নবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মথি, ১৫ অধ্যায়, ২৪ পদ;—

"তখন তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়িল কুলের হারুণ মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত নহি।

আর উহার ৫।১৭।১৮ পদ:—

"আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিদের গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি এমন বোধ করিও না; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।

মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

مسیح در حقیقت آخري خلیفه موسي علیه السلام تها ٭

"মছিহ প্রকৃত পক্ষে মুছা (আঃ) এর শেষ খলিফা ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, হজরত ইছা (আঃ) মুছায়ি-শরিয়তের খলিফা ও তাবেদার ছিলেন, ইহাতে তাঁহার নবুয়তের কোন ক্ষতি হইয়াছিল না, যখন তিনি আছমান হইতে পৃথিবীতে নাজিল হইবেন, তখন তিনি মোহাম্মদী শরিয়তের খলিফা ও তাবেদার হইলে, তাঁহার নবুয়তের ক্ষতি হইবে কেন?

মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা;—

و لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى رواه احمد و البيهقى ☐

"হজরত বলিয়াছেন, যদি মুছা জীবিত থাকিতেন, তবে তাঁহার পক্ষে আমার তাবেদারী করা ব্যতীত গত্যান্তর থাকিত না।"

এক্ষণে তাঁহার খলিফা হজরত ঈছা (আঃ) হজরতের শরিয়তের তাবেদারী করিলে, তাহার মর্য্যাদার লাঘব না হইয়া উন্নতি হইবে।

কোর আন শরিফে আছে;—

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ

كِتٰبٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَ لَتَنْصُرُنَّهٗ *

"আর যে সময় খোদাতায়ালা নবিগণের নিকট অঙ্গিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যে কেতাব ও হেকমত প্রদান করিয়াছি, তৎপরে তোমাদের নিটক এরূপ একজন রাছুল আগমণ করেন—যিনি তোমাদের সঙ্গে যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণকারী হয়েন, তবে নিশ্চয়ই তোমরা তাঁহার উপর ঈমান এবং তাঁহার সহায়তাকারী হইবে।"

কোর আনের এই আয়তে বুঝা যায় যে পূর্ব্বতন নবিগণের মধ্যে যে কেহ হজরতের জামানা পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন; তাঁহার পক্ষে ইছলামি শরিয়তের তাবেদারি করা ফরজ। হজরত ইছা (আঃ) এর উপর শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে কোন অহি নাজিল হইবেনা, কোর আন শরিফ উহার সম্বন্ধে যথেষ্ট।

অবশ্য মেশকাত শরিফের ৪৭৩।৪৭৪ পৃষ্ঠায় একটি হাদিছে আছে, তাঁহার উপর এই অহি নাজিল হইবে;—

اني قد اخرجت عبادالى لا يدان لا حد بقتالهم
فحرز عبادي الى الطور ●

"নিশ্চয় আমি আমার এরূপ বান্দাগণকে বাহির করিয়াছি যে, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা কাহারও শক্তি নাই (অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজদিগকে বাহির করিয়াছি), কাজেই তুমি আমার (ইমানদার) বান্দাগণকে তুর পর্ব্বতে সুরক্ষিত কর।"

ইহা শরিয়তের কোন হুকুম সংক্রান্ত অহি নহে।

মিজ্জা ছাহেব হাকিকাতোল অহির ৮১।৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

قل انما انا بشر مثلكم يوحي الى انما الهكم اله واحد

"তুমি বল, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মনুষ্য ব্যতীত নহি, আমার নিকট অহি আসিয়া থাকে, তোমাদের মা'বুদ এক মা'বুদ।"

আরও তিনি উহার ৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

و اتل علیهم ما اوحی الیک من ربک

"এবং তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার নিকট যাহা অহি পাঠান হইয়াছে, তাহা তুমি লোকদের নিটক পাঠ কর।"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں
اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں *

"মূল কথা, এই উম্মতের মধ্যে আমি এক ব্যক্তি এত অধিক সংখ্যক আল্লাহতায়ালার অহি প্রাপ্তিতে ও অদৃশ্য বিষয়গুলি জানিতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছি।"

আরও তিনি উহার ৯৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

میں خدا تعالی کی تئیس برس کی متواتر وحی
کو کیونکر رد کرسکتا ہوں ۔ میں اس کی اس پاک وحی
پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ ان تمام خدا کی
وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو
چکی ہیں ★

"আমি খোদাতায়ালার ২৩ বৎসরের ধারাবাহিক অহিকে কিরূপে রদ করিতে পারি? আমি খোদার পাক অহির উপর এইরূপ ঈমান আনিয়া থাকি, যেরূপ খোদার ঐ সমস্ত অহির উপর ঈমান আনিয়া থাকি যাহা আমার পূর্ব্বে নাজিল হইয়াছিল।"

আরও তিনি উহার ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

بعد میں جو خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر
نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا

"ইহার পরে খোদার অহি বৃষ্টির ন্যায় আমার উপর নাজিল হইল, উহা আমাকে এই আকিদার উপর স্থির থাকিতে দিল না।"

এক্ষণে আমি মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এক অক্ষর অহি নাজিল হইলে, হজরত খাতেমোল আম্বিয়ার শেষ নবুয়ত বজায় থাকে না, মির্জ্জা ছাহেব এই কারণ দর্শাইয়া হজরত ইছা (আ:) এর নাজিল হওয়া বাতীল করিতে চাহেন, এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেবের বৃষ্টিপাতের ন্যায় অহিতে কোন দোষ হইবে কি ?

মির্জ্জা ছাহেব ৪নম্বর আরবাইনের ৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہوگا.... میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی □

"শরিয়ত কিস্তু ব ? যিনি নিজের অহির দ্বারা কতকগুলি আদেশ নিষেধ বর্ণনা করেন এবং নিজের উম্মতের জন্য একটি নয়ম স্থির করেন, তিনি শরিয়ত প্রবর্ত্তক হইবেন। আমার অহিতে আদেশ নিষেধ ও আছে।"

এক্ষণে মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হজরত ইছা (আ:) এর অহিতে কোন শরিয়তের হুকুম থাকিবেনা, আর মির্জ্জা ছাহেবের অহিতে নাকি শরিয়তের আহকাম নাজিল হইয়াছিল, ইহাতে হজরতের নবুয়তের খতম হওয়ার প্রতিবন্ধক হইবে কিনা ?

প্রশ্ন ;—

মির্জ্জা সাহেব এজালাতোল আওহামের ২২০ পৃষ্ঠায় বিদ্রুপ করিয়া লিখিয়াছেন, 'মছিহ (আ:) এর উপর অহি নাজিল হইলে, তাঁহার কেতাব কোর-আন অপেক্ষা বড় হইবে। তিনি জিবরাইল

ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট শরিয়তের যাবতীয় মছলা শিক্ষা করিতে পারেন না, এক্ষেত্রে তাঁহারএই নূতন কেতাব দ্বারা তওরাত, ইঞ্জিল ও কোর-আন মনছুখ হইয়া যাইবে। তিনি নিজের কেতাব নামাজে পড়িবেন, অন্যলোকদিগকে জবরদস্তি করিয়া উক্ত কেতাব নামাজে পড়িতে বলিবেন, এবং কলেমায় কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে।"

আমাদের উত্তর ,

আমরা মির্জ্জা ভক্তদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের মির্জ্জা ছাহেবের ২৩ বৎসর অহিতে যে কেতাব প্রস্তুত হইয়াছে, উহা কোর-আনের পরিমাণ হইয়াছে কিনা ? তাঁহার কেতাব কোর-আন মনছুখ করিয়াছে কি না ? তাঁহার কেতাব তিনি নামাজে পড়িতেন কিনা ? তিনি কলেমার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কি না ?

এইরূপ ফজুল কথা দ্বারা রাশি রাশি কেতাব রচনা করার নাম কি মোহাদ্দেছ ও মোজাদ্দেদ হওয়া ?

এইরূপ লোককে মোহাদ্দেছ ও মোজাদ্দেদ বলিয়া স্বীকার করিলে, অন্যান্য জাল নবি, মাহদী ও মছিহর কি দোষ হইয়াছিল ?

সমাপ্ত